ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-274 ■ 4 July, 2026 ■ আগরতলা ৪ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১৮ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তুলে

এসআইআর স্থগিতের দাবিতে প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস) ।। দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তুলে এবং চলমান স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) বা বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া অবিলম্বে স্থগিত করার দাবি জানিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কাছে যৌথভাবে চিঠি দিয়েছেন ২৩ জন বিরোধী দলের শীর্ষ নেতা।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ ইন্ডিয়া জোট ও অন্যান্য বিরোধী দলের একাধিক নেতা।

বিরোধী নেতারা চিঠিতে দাবি করেছেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফল জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে না।

চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের শুরু করা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-কে 'স্বভাবগতভাবে বর্জনমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, এই প্রক্রিয়ার ফলে দরিদ্র, অশিক্ষিত, দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু প্রকৃত ভোটার জটিল নথিপত্রের অভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

গত ২৮ জুন লেখা ওই চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় "লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি" নামে একটি শ্রেণির আওতায় প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল।

বিরোধী নেতারা দাবি করেছেন, এই বিষয়ে গঠিত বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণেও প্রশাসনিক ত্রুটির প্রমাণ মিলেছে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, বিচারপতি টি. এস. শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন ১৯টি ট্রাইব্যুনালের একটিতে ১,৭৭৭টি নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে শুনানি হয় এবং তার মধ্যে ১,৭১৭টি নাম ভুলভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই ভোটারদের নাম ভুলভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

চিঠিতে শুধু ভোটার তালিকা নয়, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। জনবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে কাগজের ব্যালট ব্যবস্থায় ফেরার বিষয়েও সর্বজনীন আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী নেতারা।

এছাড়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেমন সিবিআই, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-কে বিরোধী নেতাদের লক্ষ্য করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে।

চিঠির শেষাংশে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আবেদন জানিয়ে বিরোধী নেতারা বলেন, যখন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিই সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখন দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গভীর সংকটের মুখে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

টিওয়াইএফের গণ অবস্থানে

রাজ্যে প্রায় ৬০ হাজারের বেশি সরকারি পদ শূন্য রয়েছে, দাবি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পূরণ, টিটিএএডিসিতে স্বচ্ছ নিয়োগ, ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা-সহ সাত দফা দাবিতে শুক্রবার রাজধানীর সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন (টিওয়াইএফ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

গণঅবস্থানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ন্যায্য দাবি ও অধিকারের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই গণঅবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি গত আট বছর ধরে কেন্দ্র সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। তাঁর বক্তব্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও রাজ্যে নির্বাচন এলেই বিষয়টি সামনে আনা হয়, কিন্তু নির্বাচন শেষ হলেই তা আবার উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।

শূন্যপদ প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিধানসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৫২ হাজারেরও বেশি পদ খালি রয়েছে, তবে অনেক দপ্তরের তথ্যই দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, সব মিলিয়ে রাজ্যে প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি সরকারি পদ শূন্য রয়েছে। সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'সরকার একদিকে "মডেল ত্রিপুরা" ও "এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা"-র কথা বলছে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা কাজের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মারধর করে ২ লক্ষ টাকা ছিনতাই পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। আগরতলায় মারধর করে ২ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া টাকার মধ্যে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সাবরুমের বাসিন্দা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটি গাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ টাকা নিয়ে আগরতলার লালবাহাদুর এলাকায় পরিচিত রাজেশ ত্রিপুরা-র ভাড়া বাড়িতে আসেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, রাজেশ বাড়িতে নেই।

অভিযোগ, সেই সময় ৩ থেকে ৪ জন দুষ্কৃতী সেখানে এসে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর ধনঞ্জয় ত্রিপুরা পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের পর বৃহস্পতিবার রাতে লালবাহাদুর এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শুক্রবার সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) দেবপ্রসাদ রায় সংবাদমাধ্যমকে জানান, ধৃতদের আদালতে হাজির করে পুলিশি রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে। তিনি আরও জানান, অভিযুক্তদের কাছ থেকে মোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এসআইআর কর্মসূচিতে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিকের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। আসন্ন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর কর্মসূচিকে সামনে রেখে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

আগরতলায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে (আইএএস)। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উষা জেন মগ, আইএএস।

বৈঠকে ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নির্ভুল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একটি পরিচ্ছন্ন ও হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে নির্বাচন দপ্তর ও রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা কর্মসূচির উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। তিনি রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরাও ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন এবং একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ও পরামর্শ প্রদান করেন। এই বৈঠকে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতের নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল যোগ্য নাগরিকের নাম সঠিকভাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

অর্থ কমিশনের জাতীয় কর্মশালায়

পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর মন্ত্রী কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। কেন্দ্রের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের উদ্যোগে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় দেশের ১৮টি রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ আধিকারিক এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিশোর বর্মন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আয়োজনের জন্য কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই কর্মশালা দেশের গ্রামীণ স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরেন এবং ১৬তম অর্থ কমিশনের একাধিক সুপারিশকে স্বাগত জানান।

তিনি জানান, ১৫তম অর্থ কমিশনের অধীনে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদান রাজ্য পেয়েছে, যা দেশের মাত্র কয়েকটি রাজ্যই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, ১৬তম অর্থ কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিপুরার জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি, পারফরম্যান্স গ্রান্ট চালু এবং টাইড ও আনটাইড তহবিলের ৫০:৫০ অনুপাত বজায় রাখার সুপারিশ রাজ্যের তৃণমূল স্তরের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা সিএমও কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ জুলাই।। বিলোনিয়াস্থিত দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও) কার্যালয়ে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল পুরো অফিস ভবন। শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ অফিস চত্বর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যেই সবাই অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে দেখা যায়, অফিসের জেনারেটরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্মীরা দ্রুত জল সংগ্রহ করে আগুন নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক চেষ্টা চালায়।

পাশাপাশি জেনারেটরের পাশে থাকা যানবাহনগুলোও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।খবর পেয়ে বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাদের তৎপরতা এবং অফিস কর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে আগুন অফিস ভবনে ছড়িয়ে পড়েনি। ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

২০ জুলাই থেকে ১৪ আগষ্ট সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশনের সম্ভাবনা

একাধিক ইস্যুতে সরকারকে চাপে ফেলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধীরা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ।। আগামী ২০ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একাধিক বিতর্কিত ইস্যুতে সরকারকে চাপে ফেলতে বিরোধীরা প্রস্তুতি নেওয়ায় অধিবেশন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট অযোধ্যা ট্রাস্টের অনুদান সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ এবং মধ্যপ্রদেশের কথিত জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার দাবি তুলতে পারে। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশের জমি বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর জবাবদিহি দাবি করে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে। ফলে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই তুমুল বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্র সরকার তাদের আইন প্রণয়নের কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিতে চায়। নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র শক্তি আরও বাড়তে পারে বলে শাসক শিবির আশাবাদী। সংসদে সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং অন্যান্য সাংবিধানিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সরকারের পক্ষে সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অধিবেশনে লোকসভার স্পিকারের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও সামনে আসতে পারে। বিদ্রোহী ২০ জন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের এনসিপিআই-তে একীভূত হওয়ার প্রস্তাব এবং শিন্ডে শিবিরের সঙ্গে যুক্ত শিবসেনা (ইউবিটি)-র ভাঙন গোষ্ঠীর ছয় সাংসদের অবস্থান নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লা-র সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে রাজনৈতিক মহল। এই সিদ্ধান্তগুলির সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া বিচারপতি জাস্টিস ভার্মা-র বিরুদ্ধে অভিশংসন (ইমপিচমেন্ট) সংক্রান্ত রিপোর্টও এই অধিবেশনে লোকসভায় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নরসিংগড় ল'কলেজে নির্মাণস্থলে শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। নরসিংগড় ল' কলেজের বয়েজ হোস্টেলের নির্মাণস্থল থেকে এক শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত শ্রমিক অসমের বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, নরসিংগড় ল" কলেজ ও নরসিংগড় মানসিক হাসপাতাল চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সরকারি নির্মাণকাজ চলছে। এই ঘটনার পর নির্মাণস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শ্রম আইন যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণস্থলে শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। সেফটি হেলমেট, সেফটি বুট, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিছানার নিচ থেকে বধূর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩ জুলাই ।। ধলাই জেলার আমবাসায় এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত গৃহবধূর নাম শিল্পী পাল (৪০)। অভিযোগের তীর তাঁর স্বামী গোপাল পাল-এর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গোপাল পাল পেশায় একজন গাড়িচালক হলেও দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত কাজে যেতেন না। অভিযোগ, তিনি প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন এবং স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন। দীর্ঘদিনের সেই পারিবারিক অশান্তিই শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেলে ছেলে-মেয়েদের অনুপস্থিতির সুযোগে শিল্পী পালকে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর দেহ বাড়ির একটি ঘরের বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখা হয়। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

উচ্ছেদে অনড় প্রশাসন, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুলাই।। জাতীয় সড়কের জন্য নির্ধারিত সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের তৎপরতা আরও জোরদার হয়েছে। শুক্রবার উচ্ছেদ নোটিশপ্রাপ্ত ৬৭ জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত এবং বিশালগড় মহকুমা শাসক বিংকি সাহা। বৈঠক শেষে দুই আধিকারিক বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় গিয়ে দোকানঘর পরিদর্শন করেন এবং দ্রুত সরকারি জমি খালি করার নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সড়কের জন্য নির্ধারিত সরকারি জমি দখলমুক্ত করার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নোনাছড়া এডিসি ভিলেজে বিশুদ্ধ পানীয় জল অধরা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল ভারত, উন্নয়নের নানা পরিসংখ্যান আর স্মার্ট গ্রামের স্বপ্নের মাঝেও খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের প্রত্যন্ত নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের প্রজা বাহাদুর মলসম পাড়ার বাস্তব চিত্র যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাধীনতার ৭৯ বছর পরও এই গ্রামের বহু পরিবারের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল আজও অধরা।

গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা পাহাড়ি ছড়ার অপরিশোধিত ও ঘোলা জল। প্রতিদিন ভোর হতেই নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমনকি শিশুরাও কলসি, বালতি ও প্লাস্টিকের পাত্র হাতে পাহাড়ের ঢালে ছুটে যান জল সংগ্রহের জন্য। কেউ পাথুরে ছড়ায় নেমে, আবার কেউ ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বেরিয়ে আসা সরু জলধারা থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে সামান্য জল সংগ্রহ করেন। সেই জলই পানীয়, রান্না ও দৈনন্দিন সমস্ত কাজের একমাত্র অবলম্বন। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পাহাড়ি মাটি, পচা পাতা ও বৃষ্টির স্রোতে ছড়ার জল আরও বেশি দূষিত হয়ে পড়ে। তবুও বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে সেই জলই পান করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। অনেক পরিবারের পক্ষে জল ফুটিয়ে পান করাও সম্ভব হয় না।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই দূষিত জল ব্যবহার করার ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়, পেটের সংক্রমণ-সহ বিভিন্ন জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। শিশু ও প্রবীণদের মধ্যে এই সমস্যার প্রকোপ বেশি। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেকেই সময়মতো চিকিৎসাও করাতে পারেন না।

গ্রামবাসীদের দাবি, এই সমস্যা নতুন নয়। বহুবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন, স্মারকলিপি এবং অভিযোগ জানানো হলেও আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে উন্নয়নের নানা দাবি থাকলেও মৌলিক অধিকার হিসেবে নিরাপদ পানীয় জল থেকে এখনও বঞ্চিত রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

গ্রামবাসীদের একটাই আবেদন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি নয়তাদের প্রয়োজন নিরাপদ পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা। তাদের কথায়, 'আমরা বিলাসিতা চাই না। শুধু চাই আমাদের সন্তানরা যেন দূষিত জল পান করে অসুস্থ না হয়। এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানীয় জলই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় উন্নয়ন।' নোনাছড়ার এই চিত্র শুধু একটি গ্রামের সমস্যা নয়, বরং উন্নয়নের দাবির মাঝেও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাস্তবতার এক নির্মম প্রতিফলন। এখন দেখার, প্রশাসন এই দীর্ঘদিনের মানবিক সংকটের সমাধানে কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জাগরণ আগরতলা, ৪ জুলাই ২০২৬ ইং
১৯ আষাঢ়, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।”

এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদেন।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই: মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে ও তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। আজ পেঁচারথল ব্লকের বিপিআরসি হলে আয়োজিত পেঁচারথল বিএসি”র এক বিশেষ বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা একথা বলেন। তিনি বলেন, সময়মতো যাতে কাজ শেষ হয় এবং কাজের গুণগত মান যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যেও সেই লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। এবিষয়ে ব্লকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের সিইও টি কে চাকমা বলেন, বিভিন্ন পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে টিআরএলএম কাজ করে চলেছে। পিছিয়েপড়া অংশের মানুষদের বিশেষ করে মহিলাদের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন। সভার শুরুতে পেঁচারথল ব্লকের বিডিও নবারুণ চক্রবর্তী বলেন, গত ৩০ জুন পর্যন্ত ব্লকে এমজিএন রেগায় পঞ্চায়েত উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলতি অর্থবর্ষে লক্ষ্যমাত্রার ৭৯.৯৫ শতাংশ কাজ হয়েছে। তিনি পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে ব্লকের বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন, নির্মাণ কাজ, সংস্কার কাজের তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পেঁচারখল বিএসি”র চেয়ারম্যান সজল চাকমা, ডিএফও অভিজিৎ দে, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে সাত দিনব্যাপী এনএসএস প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ জুলাই: ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সাত দিনব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রঞ্জু শর্মা, স্পোর্টস অফিসার অনুপমা দে-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা পুষ্পস্তবক দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়।

এই সাত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরে রক্তদান সচেতনতা, বৃক্ষরোপণ, যোগব্যায়াম, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নেশামুক্ত ভারত গঠন এবং -এর আদর্শ ও ভাবধারার ওপর আলোচনা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট বক্তারা উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের এসব বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যক্ষ রঞ্জু শর্মা শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও আদর্শ তুলে ধরে পড়াশোনার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী বলেন, সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে, তা মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলে ত্রিপুরা ও দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিবর্তনের মূলধারা

ই-গভর্ন্যান্সযেভাবে গ্রামীণ ভারতকে বদলে দিচ্ছে

অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল
কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

কিছু মুহূর্ত কেবল কোনো মাইলফলকই স্পর্শ করে না, বরং পুরো যাত্রাপথকে আলোকিত করে তোলে। “ই-গভর্ন্যান্সের জন্য জাতীয় পুরস্কার ২০২৬”-এর জন্য পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার চারটি উদ্যোগের নির্বাচিত হওয়া তেমনই একটি বিশেষ মুহূর্ত। এই সাফল্য কোনো নির্দিষ্ট দপ্তরের নয়, বরং প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সেইসব নাগরিকেরযারা ডিজিটালভাবে ক্ষমতায়িত এক গ্রামীণ ভারতের ওপর আস্থা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের পঞ্চায়েতগুলো আস্থা, প্রযুক্তি ও রূপান্তরের এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সুশাসনের এক যুগান্তকারী বারো বছর পূর্তির এই সময়ে, এই স্বীকৃতি এক যথার্থ মাইলফলক। এটি প্রমাণ করে যে, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কেবল সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যম থেকে বেরিয়ে এসে শাসনব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের এক আত্মবিশ্বাসী, সক্ষম ও প্রযুক্তি-দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কার ও জন-অভিযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত “ই-গভর্ন্যান্সের জন্য জাতীয় পুরস্কার” প্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়।এ বছর ৭টি বিভাগে মোট ১৭টি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪টিই পঞ্চায়েতি রাজ খাতের। তৃণমূল স্তরে উদ্ভাবনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত বারো বছর ধরে যে বিনিয়োগ করা হয়েছে, এটি তারই স্বাভাবিক ফলাফল।

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর কর্মদক্ষতা পরিমাপের প্রধান হাতিয়ার “পঞ্চয়েত অ্যাডভান্সমেন্টইনডেক্স” ডেটা অ্যানালিটিক্স - এর মাধ্যমে ডিজিটাল রূপান্তর বিভাগে স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তনের আগে আড়াই লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বা তথ্য-ভিত্তিক কাঠামো ছিল না। বর্তমানে এটি তথ্য, কর্মদক্ষতা, স্বীকৃতি এবং জনঅংশগ্রহণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এক স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

একইভাবে আনন্দদায়ক বিষয় হলো দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি স্বীকৃতি লাভ। মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার “কাডেপুর গ্রাম পঞ্চায়েত” তৃণমূল স্তরের উদ্যোগ বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছে; তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ১,৩০০-এরও বেশি পরিষেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে। পশ্চিম ত্রিপুরার “বিজয় নগর গ্রাম পঞ্চায়েত” রৌপ্যপদক অর্জন করেছে; তাদের নিজস্ব আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রায় ১৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানকার নারীদের মধ্যে শতভাগ ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, দুর্গম এলাকার উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “ই-আরোগ্য ধমনী”প্রকল্পের মাধ্যমে নন্দুরবার জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য বিভাগ জেলা-স্তরের উদ্যোগ বিভাগে স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

সামগ্রিকভাবে, এই পুরস্কারগুলো আমাদের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বার্তা দেয়। ই-গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ এখন আর কেবল রাজ্যের রাজধানী বা জেলা সদর দপ্তরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা এখন আমাদের গ্রাম ও গ্রামসভাগুলোতেও সমানভাবে বিরাজমান। এ বছর ৩০টি রাজ্যের ১ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত এতে অংশগ্রহণ করেছে, যা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক আস্থারই প্রতিফলন।

এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। গত বারো বছর ধরে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ধারাবাহিকভাবে পঞ্চায়েতগুলোকে উন্নততর কার্যপদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে সজ্জিত করেছে। ‘ই-গ্রামস্বরাজ’ প্ল্যাটফর্মটি ২.৫৯ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন ও অর্থপ্রদান প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল রূপ দিয়েছে; এর ফলে ‘পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’-এর মাধ্যমে ৩.১৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অনলাইন লেনদেন সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত ‘সভা-সার’ ব্যবস্থাটি ২৩টি ভারতীয় ভাষায় ১.৩৫ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতের জন্য ‘গ্রামসভা’র কার্যবিবরণী মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত করে দেয়। ১ কোটিরও বেশি বার ডাউনলোড হওয়া ‘মেরি পঞ্চায়েত’অ্যাপটি উন্নয়নের যাবতীয় তথ্য সরাসরি নাগরিকদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিয়েছে।

এই অগ্রগতির পাশাপাশি, ‘স্বামিত্ব’ প্রকল্পের আওতায় ৩.৩০ লক্ষ গ্রামে ড্রোন-ভিত্তিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১.৯৪ লক্ষ গ্রামের জন্য ৩.১৯ কোটি ‘সম্পত্তি কার্ড’ প্রস্তুত করা হয়েছে; এর ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর সম্পত্তির অধিকার ও ঋণ পাওয়ার সুযোগ সুদৃঢ় হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য ২.৮২ লক্ষ কোটি টাকার অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ অনুদান প্রদানের হার। বর্তমানে ষোড়শ অর্থ কমিশন ২০২৬ থেকে ২০৩১ সালের সময়কালের জন্য ৪.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছে, যা প্রায় ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মন্ত্রক ‘সেবা সে সমৃদ্ধি: পঞ্চায়েত-চালিত পরিষেবা প্রদান’ শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই কর্মশালাগুলোতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, জেলা আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করা হয়, যাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা ও পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রগুলোতে নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা যায়। সফল স্থানীয় মডেলগুলো তুলে ধরা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এই উদ্যোগের সুফল সরাসরি তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই মডেলগুলোর ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে; দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পঞ্চায়েতগুলো একে অপরের কাছ থেকে এবং ‘এনো-ই- জি২০২৬’-এ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজেদের গ্রামে পরিষেবার মাধ্যমে সমৃদ্ধি আনার লক্ষ্যে এই মডেলগুলো গ্রহণের আগ্রহ দেখাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বদা এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন যে, সুশাসন বলতে এমন শাসনব্যবস্থাকেই বোঝায় যা নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলে। স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত ‘জীবনযাত্রার সহজতা’ হলো সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার প্রকৃত মাপকাঠি। এটি একটি সর্বজনীন সত্য যে, অন্যদের সম্মান জানালে বিনিময়ে নিজেও সম্মান পাওয়া যায়। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলোকে ক্ষমতায়িত করে এবং তাদের কাজের সক্ষমতার ওপর আস্থা রেখে, কেন্দ্রীয় সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে দেশের স্বীকৃতির পথ সুগম করেছে।

২০৪৭ সালের মধ্যে “বিকশিত ভারত” গড়ার লক্ষ্যে ভারত যখন এগিয়ে চলেছে, তখন ক্ষমতায়িত পঞ্চায়েতগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ ভারতের প্রায় ৯০ কোটি নাগরিকের প্রেক্ষাপটে, আমাদের পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিই আমাদের সম্মিলিত অগ্রগতির গতিপথ নির্ধারণ করবে। “বিকশিত পঞ্চায়েত” ধারণাটি “বিকশিত ভারত”-এর থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং এটিই তার মূল ভিত্তি।

এই চারটি পুরস্কার অগ্রগতির ধারারই পরিচায়ক এবং তৃণমূল স্তরে কর্মরত প্রতিটি সরপঞ্চ, পঞ্চায়েত সচিব ও নারী প্রতিনিধির জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণাযা প্রমাণ করে যে তাঁদের প্রচেষ্টা সবার নজরে আসছে এবং তা সমাদৃত হচ্ছে। দীর্ঘ বারো বছরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এমন উৎকর্ষ অর্জনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। “এনএ-ই-জি”২০২৬-এ প্রাপ্ত স্বীকৃতি থেকে শুরু করে দেশজুড়ে “সেবা সে সমৃদ্ধি” কর্মশালার ক্রমবর্ধমান গতিএই সাফল্য পুনরায় নিশ্চিত করে যে, গ্রামীণ ভারতে ই-গভর্ন্যান্স বা ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা সত্যিই শিকড় গেড়েছে এবং “বিকশিত পঞ্চায়েত”-এর মাধ্যমে “বিকশিত ভারত” গড়ার এই যাত্রা প্রতি বছর আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

নারী শক্তি, প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়ন

ব্রিকস-এ ভারতের অসামান্য অবদান

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী
(কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী)

ভারত ১ জানুয়ারি ২০২৬-এ “স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্বের জন্য নির্মাণ” এই মূলভাবের অধীনে ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে। নারী বিষয়ক ক্ষেত্রে আমাদের অবদানটি সুনির্দিষ্ট। আমরা কেবল একটি স্লোগান বা প্রশংসার জন্য সাফল্যের গল্পের একটি তালিকা নিয়ে আসছি না। আমরা একটি কার্যকরী কাঠামো নিয়ে আসছি, যা কোটি কোটি নারীর কাছে পৌঁছেছে এবং যা ভারতে শেষ হয় না, বরং সেখান থেকেই শুরু হয়; এটি যেখানেই যাক না কেন, এর উপর ভিত্তি করে আরও নির্মাণ করার জন্য প্রস্তুত।

এই পার্থক্যটাই মূল বিষয়। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারত নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে একটি জাতীয় মিশন হিসেবে অনুসরণ করে আসছে, এমন এক মাত্রায় যা খুব কম দেশই অর্জন করতে পারে। ২০২৩ সালে আমাদের জি-২০ সভাপতিত্বকালে, ভারত বৈশ্বিক পরিভাষাকে “নারীর উন্নয়ন” থেকে “নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন”-এ স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করেছিল। এটি কোনো শব্দগুচ্ছের পরিবর্তন নয়, বরং একটি ধারণার পরিবর্তন নারীদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে দেখার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে দেখা। আমরা কোচিতে যে প্রশ্নটি নিয়ে এসেছি, তা এই পরিবর্তনেরই ফল। একবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে গেলে, কীভাবে তা বৃহৎ পরিসরে, একেবারে শেষ গ্রামের শেষ নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভারত দশ বছর ধরে শুধু নীতিগতভাবে নয়, বরং কার্যক্ষেত্রে এর উত্তর দিয়ে আসছে।

এই মনোভাব ভারতের জন্য নতুন নয়। এটি বহু পুরোনো। উন্নয়নের ভাষার প্রচলনের বহু পূর্বেই, আমাদের সংস্কৃতিতে নারীকেই শক্তি, জ্ঞান ও সমৃদ্ধির মূল উৎস হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এই তিনটি গুণের উপরেই যেকোনো সমাজ গড়ে ওঠে এবং দেবী দুর্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী রূপে তাঁরা পূজিত হন। স্বয়ং ঐশ্বরিক শক্তির নাম শক্তি, এবং একটি বহুল উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যেখানে নারীদের সম্মান করা হয়, সেখানে স্বয়ং দেবতারাও আনন্দিত হন। এই শ্রদ্ধা কেবল প্রতীকী ছিল না।লোপামুদ্রা ও ঘোষার মতো নারী ঋষিরা ঋগ্বেদের স্তোত্র রচনা করেছিলেন, এবং গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মতো দার্শনিকেরা উপনিষদের মহান বিতর্কে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। সুতরাং, ভারতের জন্য নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন কোনো ধার করা ধারণা নয়, বরং একটি প্রাচীন ধারণার সমসাময়িক রূপ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকেই শুরু করুন। ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায় অর্ধেকই নারী, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম নির্বাচিত নারী নেত্রী গোষ্ঠী, এবং ২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করেছে। প্রতিনিধিত্বই নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের শেষ নয়। বরং এখান থেকেই এর শুরু। যে মডেল নারীদের পরিষেবা প্রদান করে কিন্তু সেই পরিষেবাগুলোকে রূপদানকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে তাদের বাদ দেয়, তা আদৌ নারী-নেতৃত্বাধীন নয়।

পরিষেবা প্রদানের কাঠামোটি তিনটি উপাদানের উপর নির্ভর করে, যা কেবল সম্মিলিতভাবেই কাজ করে। প্রথমটি হলো, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুবিধাগুলো সরাসরি নারীদের হাতে পৌঁছে দেয়, যেখানে আধার-সংযুক্ত অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে সেইসব মধ্যস্থতাকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়, যারা আগে সহায়তা পৌঁছানোর আগেই তা অন্য খাতে সরিয়ে দিত। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা এই বিষয়টিকে বাস্তবে প্রমাণ করে। ৪.২৬ কোটিরও বেশি মা তাদের আধার-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে সরাসরি মাতৃত্বকালীন সুবিধা হিসেবে ২০,০৬০ কোটি টাকারও বেশি পেয়েছেন। দ্বিতীয়টি হলো প্রতিষ্ঠান: “ডে - এন আর এল এম” এর অধীনে, ১০.০৫ কোটিরও বেশি গ্রামীণ নারীকে ৯০.৯০ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে সংগঠিত করা হয়েছে, যা বিশ্বের নারী-নেতৃত্বাধীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৃহত্তম নেটওয়ার্ক। তৃতীয়টি হলো গতিশীলতা, যা হলো মূল্য শৃঙ্খলের একেবারে নিচের স্তরে স্থায়ীভাবে বসে না থেকে, সচেতনভাবে উপরের দিকে ওঠার একটি পথ। ভারত এখন ৬৫,৯৪৯ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীকে বিজনেস করেসপন্ডেন্ট এজেন্ট বা বিসি সখী হিসেবে নিযুক্ত করেছে, যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমানত, ঋণ, রেমিটেন্স এবং পেনশন পরিষেবা পৌঁছে দেন। যে নারী একসময় সরকারি সাহায্যের জন্য লাইনে দাঁড়াতেন, তিনিই এখন তা প্রদান করেন।

একসাথে, এই সমস্ত অংশগ্রহণ আয় এবং মালিকানায় রূপান্তরিত করে। লাখপতি দিদি উদ্যোগের অধীনে, ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে ১.৪৮ কোটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা অন্তত ১ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ে পৌঁছেছেন এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে চালু হওয়া “জাতীয় উদ্যোক্তা অভিযান”-এর লক্ষ্য হলো ৫০,০০০ কমিউনিটি রিসোর্স পার্সনের মাধ্যমে আরও ৫০ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। আনুষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমেও একই উন্নতির পথ চলে, পিএমএমওয়াই-এর অধীনে প্রদত্ত ঋণের ৬৯ শতাংশ এবং স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার ৮৪ শতাংশ সুবিধাভোগী হলেন মহিলা, এবং ডিপিআইআইটি দ্বারা স্বীকৃত ২.১২ লক্ষ স্টার্টআপের মধ্যে ১.০২ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপে অন্তত একজন মহিলা পরিচালক বা অংশীদার রয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই মেট্রো শহরগুলোর পরিবর্তে ছোট শহরগুলোতে অবস্থিত। আমরা ব্রিকস-কে এই ব্র্যান্ডের নামগুলো নয়, বরং এর পেছনের অন্তর্নিহিত কাঠামোকেই প্রদান করি। প্রথমে মানুষের কাছে পৌঁছানো, তারপর প্রতিষ্ঠান, এবং তারপর সুবিধাভোগী থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার একটি সুসংগঠিত পথ।

পরিসংখ্যান এই পরিবর্তনকেই তুলে ধরে। ভারতে নারী শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ২০১৭-১৮ সালের ২৩.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৪১.৭ শতাংশ হয়েছে এবং একই সময়ে নারী বেকারত্বের হার ৫.৬ শতাংশ থেকে কমে ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন কর্মক্ষেত্রে বেশি সংখ্যক নারী থাকায়, আমাদের মনোযোগ এখন তাদের কাজের গুণমান ও আয় আরও উন্নত করার পরবর্তী পর্যায়ের দিকে নিবদ্ধ।

এই বছরের নারী বিষয়ক কার্যক্রমে চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে একটি সরাসরি আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। জলবায়ু কার্যক্রমে নারীর ভূমিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি। এক্ষেত্রে প্রমাণ সুস্পষ্ট, যখন নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেন, তখন পুষ্টির মান উন্নত হয় এবং সম্প্রদায়গুলো প্রতিকূল পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে সামাল দিতে পারে। এটি কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। ঝাড়খণ্ডের নারী কৃষকদের কাছে এমন বীজের জাত সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে যা খরাতেও টিকে থাকতে পারে। রাজস্থানের নারী পশুপালকেরা সেইসব পরিযায়ী পথ চেনেন যা খরার মধ্যেও গবাদি পশুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। ভারতের কাজ হলো এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা এই জ্ঞানকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং কাজে লাগাবে। মিশন পোষণ ২.০ অঙ্গনওয়াড়ি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যেখানে নারীরাই এর বিশ্বস্ত শেষ প্রান্ত। জলবায়ু অভিযোজনও একইভাবে চলে, লাদাখে নারীদের দ্বারা নির্মিত উচ্চভূমির জল-সংরক্ষণ কাঠামো থেকে শুরু করে ওড়িশা উপকূলের ম্যানগ্রোভ-সুরক্ষা কমিটি পর্যন্ত। এবং নারীরা এখন কেবল অভিযোজন প্রযুক্তি গ্রহণই করছেন না, বরং ক্রমশ তা পরিচালনাও করছেন: ‘নমো ড্রোন দিদি’ প্রকল্পের অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের কৃষি ড্রোন ওড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়- যা উচ্চতর দক্ষতা ও উচ্চ আয়ের কাজের দিকে একটি সচেতন পদক্ষেপ।

একটি বিষয় একান্তই ভারতের নিজস্ব। ‘এক জেলা এক পণ্য’ প্রকল্পের মাধ্যমে, যা এখন ৭৬১টি জেলা জুড়ে ১,১০২টি পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, নারী সংগঠনগুলো স্থানীয় বিশেষত্ব-যেমন হস্তনির্মিত তাঁত, জিআই-ট্যাগযুক্ত হস্তশিল্প, আঞ্চলিক খাবারকে ব্র্যান্ডেড এবং ক্রমবর্ধমানভাবে রপ্তানিমুখী পণ্যে রূপান্তরিত করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাজারের পথ তৈরি করে দেয়। ‘অবসর’ প্রকল্পের অধীনে বিমানবন্দরে সংরক্ষিত খুচরা বিক্রয়ের জায়গা এবং ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর আওতায় নারী- নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলোর জন্য একটি বিশেষ ‘জি.ই.এম’ (জেম) স্টোরফ্রন্ট। এটিই আক্ষরিক অর্থে সুসায়ী উন্নয়ন- স্থানীয় উপকরণ, স্থানীয় দক্ষতা এবং স্থানীয় সরবরাহ ব্যবস্থা যা মূল্যকে সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধরে রাখে এবং এমন এক ধরনের প্রবৃদ্ধি যার জন্য একজন নারীকে বাজারে পৌঁছানোর জন্য নিজের জেলা ছাড়তে হয় না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন কেবল সরকারের ঘোষিত একটি আকাঙ্ক্ষা নয়। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা সরকার ধাপে ধাপে গড়ে তোলে, যতক্ষণ না তা সেই শেষ নারীর কাছে পৌঁছায় যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল। এই জুলাই মাসে কোচিতে অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে, ভারত এই কাঠামোটিকে একটি অবদান হিসেবে উপস্থাপন করবে। এটি এমন কোনো ব্যবস্থাপত্র নয়, যা থেকে অন্যরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সেই ব্যবস্থা এবং তার কার্যকারিতার প্রমাণই ভারত ব্রিকস-এ নিয়ে আসছে।

এই আদান-প্রদান দ্বিমুখী: ভারত তার ব্রিকস অংশীদারদের নিয়ে আসা সেরা অনুশীলনগুলো থেকে শিখতে এবং নিজেরগুলোও ভাগ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে কোচিতে আসছে।

(লেখক - ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী।)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পানীয় জল সরবরাহে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে ডিডব্লিউএস দপ্তরে কংগ্রেসের স্মারকলিপি। ছবি নিজস্ব।

আদালত অবমাননার মামলায় মমতা ও অভিষেককে হলফনামা জমার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ জুলাই (আইএএনএস): আদালত অবমাননার মামলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হলফনামা (অ্যাফিডেভিট) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
শুক্রবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার প্রাথমিক শুনানিতে এই নির্দেশ দেয়। আদালত জানিয়েছে, আগামী আগস্টে মামলার পরবর্তী শুনানির আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে।
প্রসঙ্গত, গত ১৯ জুন একই ডিভিশন বেঞ্চ ২০২৫ সালের ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের সমাবেশকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস জারি করেছিল।
আবেদনকারীর অভিযোগ, ওই সমাবেশের সময় কলকাতার এসপ্ল্যানেডের গুরুত্বপূর্ণ মোড় সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা হয়, যা ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশিকার পরিপন্থী।
২০১৮ সালে বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, কোনও রাজনৈতিক সভা বা মিছিলের জন্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা যাবে না। পথচারী ও যানবাহনের চলাচলের জন্য রাস্তার একটি অংশ সবসময় খোলা রাখতে হবে। পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্সসহ জরুরি পরিষেবার নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
সেই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছিল, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ বা রুট পরিবর্তনের পরিকল্পনা আগে থেকেই গণমাধ্যমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। এছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালীন ভাঙচুর, অতিরিক্ত শব্দদূষণ বা হিংসার ঘটনা ঘটলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।
সাম্প্রতিক আবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের সমাবেশে হাইকোর্টের ২০১৮ সালের নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।

বুপিভাকেইন ইনজেকশনের নির্দিষ্ট ব্যাচের বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করল রাজস্থান, অস্ত্রোপচারে সাময়িক স্থগিতাদেশ

জয়পুর, ৩ জুলাই (আইএএনএস) : হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর একাধিক রোগীর গুরুতর শারীরিক প্রতিক্রিয়ার ঘটনার জেরে বুপিভাকেইন ইনজেকশনের একটি নির্দিষ্ট ব্যাচের বিক্রি ও ব্যবহার রাজ্যজুড়ে নিষিদ্ধ করেছে রাজস্থান ড্রাগ কন্টোল বিভাগ।
বুপিভাকেইন সাধারণত সিজারিয়ান প্রসবসহ বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের সময় স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ইনজেকশন ব্যবহার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এসএমএস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. দীপক মহেশ্বরী জানান, অ্যানাস্থেসিয়া বিশেষজ্ঞদের পরামর্শেই এই সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জানা গেছে, হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে এই ইনজেকশন প্রয়োগের পর ১৬ জন রোগীর মধ্যে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরপর ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যানাস্থেসিওলজিস্টস এবং অ্যানাস্থেসিয়া পেশেন্ট সেফটি অ্যাসোসিয়েশন দেশজুড়ে চিকিৎসকদের থেমিস মেডিকেয়ার লিমিটেড প্রস্তুতকৃত বুপিভাকেইন ইনজেকশন স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়ায় ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়।
এর পরিপ্রেক্ষিতে এসএমএস মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজ্যের সব হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এবং বিভাগীয় প্রধানদের অবিলম্বে ওই ইনজেকশনের ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।
রাজস্থান ড্রাগ কন্টোলার অজয় ফাটাক জানান, নিষিদ্ধ করা হয়েছে ডেক্সট্রোজে বুপিভাকেইন হাইড্রোক্লোরাইড ইনজরের ব্যাচ নং বিকেপি০২৬০১,, যা থেমিস মেডিকেয়ার লিমিটেড তৈরি করেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তদন্ত চলাকালীন এই ব্যাচের বিক্রি ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে।
ড্রাগ কন্টোল বিভাগ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যাচের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাচের নমুনাও সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। সংস্থাটি ইতিমধ্যে এই ঘটনার রিপোর্ট ভারতের ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল-এর কাছে জমা দিয়েছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, আক্রান্ত ১৬ জন রোগীর মধ্যে বমি বমি ভাব, বমি, তীব্র মাথাব্যথা এবং কিছু ক্ষেত্রে খিঁচুনির মতো উপসর্গ দেখা যায়। কয়েকজনকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রেখে আইসিইউতে ভর্তি করতে হয়।
ড্রাগ কন্টোল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ব্যাচের প্রায় ১৪ হাজার ইনজেকশন রাজস্থানের জয়পুর, হনুমানগড়, ভরতপুর, করৌলি, কোটা, শ্রীগঙ্গানগর এবং টঙ্ক জেলায় সরবরাহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে জয়পুর ডিপোতে থাকা ৭ হাজার ইনজেকশন জব্দ করা হয়েছে, বাজারে থাকা ১,৫০০ ইনজেকশনের বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে, ১,৫০০ নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হাসপাতাল ও পরিবেশকদের কাছ থেকে আরও ২ হাজার ইনজেকশন ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাচের ইনজেকশনের ব্যবহার ও বিক্রি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। এদিকে, ঘটনাটির তদন্তে একটি কেন্দ্রীয় দলও কাজ শুরু করেছে।

বেঙ্গালুরু ডে-কেয়ারে শিশু নির্যাতন: অভিযুক্ত পরিচর্যাকারী ১৪ দিনের জেল হেফাজতে, পলাতকদের খোঁজে বিশেষ দল

বেঙ্গালুরু, ৩ জুলাই (আইএএনএস): বেঙ্গালুরুর বহুল আলোচিত ডে-কেয়ার শিশু নির্যাতন মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত পরিচর্যাকারী বিজয়লক্ষ্মীকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুক্রবার ২৯তম অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট (এসিজেএম) আদালত এই নির্দেশ দেয়। পরে তাঁকে বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিও ফুটেজে বিজয়লক্ষ্মীকে শিশুদের মারধর করতে দেখা যাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
এদিকে, এই মামলায় আরও এক অভিযুক্তকে আটক করেছে এইএএল থানার পুলিশ। তাঁর আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চলছে। বাকি পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে বিশেষ পুলিশ দল তল্লাশি চালাচ্ছে।
তদন্তকারীদের দাবি, ডে-কেয়ারের এক কর্মী সুজাতাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরই নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসে। তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে সেখানকার তথ্য উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।
এ পর্যন্ত ডে-কেয়ারের ৮ থেকে ১০ জন কর্মীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে থাকা তিন শিশুর অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তদন্তকারীরা। ডিজিটাল প্রমাণ ও সাক্ষ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানার চেষ্টা চলছে।
কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে বলেন, শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে সরকারের "জিরো টলারেন্স" নীতি রয়েছে। তিনি জানান, ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে এবং ডে-কেয়ার ও ক্রেশগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) মেনে চলতে হবে।
তিনি আরও বলেন, শিশুদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নিয়োগের আগে যথাযথ ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা উচিত ছিল। বিশেষ করে পাঁচ থেকে দশ বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
উল্লেখ্য, ব্রুকফিল্ডে একটি বেসরকারি সংস্থার প্রাঙ্গণে পরিচালিত সোসাইটি জেনারেল বেবি কেয়ার সেন্টার-এ শিশুদের মারধরের অভিযোগ তুলে একাধিক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। পরে সেই ভিডিও শিশু কল্যাণ কমিটির কাছেও পাঠানো হয়।
এই ঘটনায় মঞ্জুলা, বিজয়লক্ষ্মী, ভবানী, সিন্ধু এবং বিন্দু নামে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা শিশুদের মারধর, বাথরুমে আটকে রাখা, ভয় দেখানোর জন্য ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখা, জোর করে কমোডে বসানো এবং মুখে জলের পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত।
এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত গুরুতর ও জঘন্য' বলে মন্তব্য করেছেন বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার সিং। তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে।

সোনম রঘুবংশীর জামিন নিয়ে মেঘালয় সরকারের আবেদনে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের, হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ নয়

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস) : বহুল আলোচিত রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীর জামিন বহাল রাখার মেঘালয় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকারের করা আবেদনে শুক্রবার নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। তবে সোনম ইতিমধ্যেই জামিনে মুক্ত হওয়ায় হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে শীর্ষ আদালত।
বিচারপতি এম. এম. সুন্দরেশ এবং বিচারপতি শীল নাগুর ডিভিশন বেঞ্চ সোনম রঘুবংশীকে পাল্টা হলফনামা (কাউন্টার অ্যাফিডেভিট) দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
শুনানির সময় বিচারপতি সুন্দরেশ বলেন, প্রাথমিকভাবে হাইকোর্টের রায় নিয়ে আদালতের কিছু সংরক্ষণ রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, "বিচার কীভাবে এগোয়, তা আমরা দেখব। তবে একটি বিষয় হল, গ্রেফতারের কারণ তাঁকে জানানো হয়েছিল। আগের জামিনের আবেদনগুলিতেও এই বিষয়টি তোলা হয়নি।"
মেঘালয় সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে বলেন, নিম্ন আদালত ও হাইকোর্ট মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। তাঁর দাবি, এটি এমন কোনও ঘটনা নয় যেখানে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কারণ জানানো হয়নি। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং প্রসিকিউশনের ৯০ জনেরও বেশি সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ এখনও বাকি। তাঁর মতে, হাইকোর্টের এই রায় ভবিষ্যতের জন্য একটি ভুল নজির তৈরি করবে।
সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট জানায়, যেহেতু জামিনের নির্দেশ ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং অভিযুক্ত মুক্তি পেয়েছেন, তাই আপাতত স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে না। আগামী বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন মেঘালয় হাইকোর্ট শিলংয়ের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচার বিভাগ)-এর আদালতের জামিনের নির্দেশ বহাল রাখে। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, গ্রেফতারের সময় তদন্তকারী অফিসাররা প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করেননি।
শিলং আদালত জানায়, গ্রেফতার-সংক্রান্ত নথিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ১০৩(১) ধারার পরিবর্তে ভুলবশত ৪০৩(১) ধারা উল্লেখ করা হয়েছিল। ফলে অভিযুক্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে খুনের অভিযোগে গ্রেফতারের বিষয়টি জানানো হয়নি, যা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারে প্রভাব ফেলেছে।
প্রসিকিউশনের দাবি ছিল, এটি কেবল টাইপিংজনিত ভুল। তবে আদালত সেই যুক্তি খারিজ করে জানায়, একই ভুল সব নথিতেই ছিল, ফলে এটিকে সাধারণ ত্রুটি হিসেবে দেখা যায় না।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমার জন্য মেঘালয়ে গিয়েছিলেন ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী ও তাঁর স্ত্রী সোনম রঘুবংশী। পরে ওয়েইসাওডং জলপ্রপাতের কাছে একটি খাদ থেকে রাজার দেহ উদ্ধার হয়।
মেঘালয় পুলিশের অভিযোগ, সোনম তাঁর কথিত প্রেমিক এবং ভাড়াটে হামলাকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে মধুচন্দ্রিমার সময় স্বামীকে খুনের ষড়যন্ত্র করেন। তদন্ত শেষ করে পুলিশ ইতিমধ্যেই চার্জশিট জমা দিয়েছে এবং মামলার বিচারপ্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে।

মনীশ তিওয়ারিকে উপেক্ষার অভিযোগে কংগ্রেসকে বিঁধল বিজেপি, পাল্টা জবাব কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস): পাঞ্জাব কংগ্রেসে নতুন কার্যকরী সভাপতি ও বিভিন্ন নির্বাচন কমিটির দায়িত্ব বণ্টনে প্রবীণ নেতা মনীশ তিওয়ারিকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলে ওঠা জল্পনাকে ঘিরে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। তবে কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল বলেন, 'এতে নতুন কিছু নেই। কংগ্রেসে দীর্ঘদিন ধরেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। পাঞ্জাব, দিল্লি বা অন্য যে কোনও রাজ্যেই হোক, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মনীশ তিওয়ারির সঙ্গে যা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেই তাই হচ্ছে।'
বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তরুণ চুঘও কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, 'কংগ্রেস এখন মেয়াদোত্তীর্ণ ইনজেকশনের মতো। পাঞ্জাবে এখন "মহাপরিক্রমাবাদী" ও "পরিক্রমাবাদীদের" মধ্যে লড়াই চলছে, কারণ "পরাক্রমবাদীরা" ইতিমধ্যেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন।'
তিনি আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্র, অহংকার এবং একনায়কতন্ত্র চরমে পৌঁছেছে। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চন্নিও প্রকাশ্যে বলেছেন যে দলিত নেতাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং জাতিভিত্তিক নিয়োগ করা হচ্ছে।
বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গুরু প্রকাশ বলেন, 'কংগ্রেসে কোনও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই। সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যা সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই চূড়ান্ত হয়।'
অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ সুখদেও ভগত এই অভিযোগ খারিজ করে বলেন, 'মনীশ তিওয়ারি কংগ্রেসের অন্যতম প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও সম্মানিত নেতা। তিনি দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এই দাবি সঠিক নয়।'
প্রসঙ্গত, পাঞ্জাব কংগ্রেসে সাংগঠনিক রদবদল এবং ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনের পর বৃহস্পতিবার এক রহস্যময় পোস্ট করেন মনীশ তিওয়ারি। এক্স-এ তিনি লেখেন, 'ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনিরাপত্তার কোনও প্রতিষেধক যদি আমার কাছে থাকত! তবে গত ৪৫ বছরে কংগ্রেস আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, আমিও আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের পুরো সময় দলকে উৎসর্গ করেছি।'
উল্লেখ্য, পাঞ্জাবের সাতজন কংগ্রেস সাংসদের মধ্যে ছয়জনকে নির্বাচনী দায়িত্ব দেওয়া হলেও মনীশ তিওয়ারির নাম তালিকায় নেই। বর্তমানে তিনি চণ্ডীগড়ের সাংসদ।
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি) সম্প্রতি জানিয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অনুমোদনে চরণজিৎ সিং চন্নিকে প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান, সুখপাল সিং খৈরাকে সহ-চেয়ারম্যান, বিজয় ইন্দর সিংলাকে নির্বাচন পরিচালনা ও সমন্বয় কমিটির প্রধান, সুখজিন্দর সিং রন্ধাওয়াকে কোর কমিটির প্রধান এবং অমর সিংকে ইস্তাহার কমিটির প্রধান করা হয়েছে।
এছাড়া অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রতাপ সিং বাজওয়া কংগ্রেস বিধায়ক দলের নেতা পদে বহাল রয়েছেন। সুকবিন্দর সিং ড্যানি, রাজ কুমার ভারকা এবং সঙ্গত সিং গিলজিয়ানকে পাঞ্জাব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

তিন দিনের ভারত সফর শেষে দেশে ফিরলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস): তিন দিনের ভারত সফর সফলভাবে শেষ করে শুক্রবার দেশে ফিরলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। বিদায়ের সময় তাঁকে বিমানবন্দরে বিদায় জানান কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স-এ জানান, ১৬তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই সফরে উভয় দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
১ থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত ভারত সফরে ছিলেন সানায়ে তাকাইচি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম ভারত সফর। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তিনি ১৬তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেন। পরে সানায়ে তাকাইচি জানান, আনুষ্ঠানিক বৈঠকের বাইরে এক আন্তরিক পরিবেশে দুই নেতা ভারত-জাপান সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, দুই দেশের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য নিয়ে আলোচনা করেন, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারস্পরিক আস্থা আরও বাড়িয়েছে।
তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আগামী বছর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত-জাপান সম্পর্ককে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।
বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত ১৬তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে দুই নেতা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জ্বালানি, উদীয়মান প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও মতবিনিময় হয়।
বৈঠক শেষে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), জ্বালানি স্থিতিশীলতা, পরিচ্ছন্ন শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও যৌথ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর হয়। এছাড়া আগামী বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের জন্য যৌথ কর্মসূচির তালিকাও চূড়ান্ত করা হয়েছে।
এদিন দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত-জাপান যৌথ অর্থনৈতিক ফোরামেও অংশ নেন। সেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শক্তিশালী সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, উৎপাদন ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বাড়ানো এবং "মেক ইন ইন্ডিয়া ফর দ্য ওয়ার্ল্ড" উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন প্রবৃদ্ধি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিতে সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাজস্থানে ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী দেশ পাবে প্রথম গ্রিনফিল্ড রিফাইনারি

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার রাজস্থান সফরে গিয়ে প্রায় ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পেট্রোকেমিক্যাল, নগর পরিবহণ, রেল, সড়ক, নবায়নযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিমান পরিবহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র।
সফরের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী যোধপুরে নতুন বিমানবন্দর টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন এবং সংশোধিত উড়ান প্রকল্পের সূচনা করবেন। এরপর তিনি বালোত্রায় গিয়ে পাচপদরায় নির্মিত এইচপিসিএল রাজস্থান রিফাইনারি লিমিটেড - এর রিফাইনারি-সহ-পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এটি দেশের প্রথম গ্রিনফিল্ড সমন্বিত রিফাইনারি ও পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প।
সংশোধিত উড়ান প্রকল্পে আগামী ১০ বছরে ২৮,৮৪০ কোটি ব্যয় করা হবে। এর আওতায় ১০০টি অব্যবহৃত বিমানঘাঁটির উন্নয়ন, ২০০টি হেলিপ্যাড নির্মাণ এবং আঞ্চলিক বিমান পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি "আত্মনির্ভর ভারত" উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হেলিকপ্টার ও বিমান ব্যবহারে জোর দেওয়া হবে।
যোধপুর বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনটি ৪৮০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। ২৩ হাজার বর্গমিটারের বেশি আয়তনের এই টার্মিনালে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ যাত্রী পরিষেবা পাবেন।
বালোত্রার পাচপদরায় ৭৯,৪৫০ কোটিরও বেশি ব্যয়ে গড়ে ওঠা ৯ এমএমটিপিএ ক্ষমতাসম্পন্ন এইচআরআরএল প্রকল্পটি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং রাজস্থান সরকারের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে। প্রকল্পটির বার্ষিক পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদন ক্ষমতা ২.৪ এমএমটিপিএ। সরকারের আশা, এই প্রকল্প দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করবে, আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে।
প্রধানমন্ত্রী ১৩,০০০ কোটির বেশি ব্যয়ে নির্মীয়মাণ জয়পুর মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়েরও শিলান্যাস করবেন। ৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরে ৩৬টি স্টেশন থাকবে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও আবাসিক এলাকাকে সংযুক্ত করবে।
রেল প্রকল্পের মধ্যে প্রায় ৯০০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত চুরু-সাদুলপুর এবং চুরু-রতনগড় রেলপথ দ্বিগুণকরণের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ৭৪০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত যোধপুর রিং রোডের এনএইচ-১২৫এ-এর চার লেন প্রকল্পও উদ্বোধন করবেন।
নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ৫,৫০০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত এসজেভিএনের ১,০০০ মেগাওয়াটের বিকানের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং এনএইচপিসির ৩০০ মেগাওয়াটের কর্ণিসর বিকানের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন তিনি। পাশাপাশি ১,৯০০ কোটির বেশি ব্যয়ে নির্মিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন উদ্বোধন এবং ৫৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার শিলান্যাসও করবেন।
এদিন রাজস্থান সরকারের বিভিন্ন দফতরে নবনিযুক্ত প্রায় ৫৪ হাজার যুবকের হাতে নিয়োগপত্রও তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী।রাজস্থান সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের সানন্দে যাবেন। সেখানে ৭,৫০০ কোটির বেশি ব্যয়ে নির্মিত সিজি সেমি আউটসোর্সড সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট (ওস্যাট) প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এটি ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন-এর অধীনে অনুমোদিত প্রথম চারটি প্রকল্পের অন্যতম এবং সম্পূর্ণ চালু হলে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করবে।

• কাজের সন্ধান •

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে অফিসার পদে ১৫০০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় অফিসার পদে ১৫০০ চাকরির জন্য দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মূলতঃ ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে প্রবেশনারি অফিসার পদে ১৫০০ নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। এককথায়, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় পি. ও. বা প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ১৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। যেমন মোট ১৫০০টি শূন্যপদের মধ্যে ৫৮৮টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসটি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া, ২৩৪টি এসসি, ১৪৪টি এসটি, ৩৯০টি ওবিসি এবং ১৪৪টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও রয়েছে ৬১টি শূন্যপদ। একই সময়ে ব্যাকলগ হিসেবে বেশ কিছু শূন্যপদও পূরণ করা হবে একই পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি, ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। ১০০টি এম.সি.কিউ প্রশ্ন, ১ ঘন্টার পরীক্ষা। সফল হলে পরে মেন পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের। বিষয়গুলি হল: ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মেন পরীক্ষায় যুক্ত হবে জেনারেল ইকোনোমিক্স, ব্যাঙ্কিং অ্যাপ্টিটিউড ও কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত বা পাঠরত প্রার্থীরা অবশ্যই রাজ্যের বাইরে সারা দেশ জুড়ে প্রায় শতাধিক কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পছন্দমত যে-কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে অর্থাৎ ফর্ম ফিলাপের সময় উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া শুরু হবে নভেম্বর থেকে। দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ফল প্রকাশের পর পরবর্তী মাসেই নেওয়া হবে মেন পরীক্ষা। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্র এবং সেগুলোর কোড নম্বর পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এই নিয়োগের জন্য যে অনলাইনে প্রিলি এবং মেন পরীক্ষা হবে, তার আগাম প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের জন্য। ভারত সরকারের আইননুসারে এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবেন এসবিআই। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রেনিং সেন্টারগুলি হল: আগরতলা, কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, পোর্ট ব্লেয়ার, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি ও শিলং। তবে অনলাইনে আবেদনের সময় অবশ্যই বিনামূল্যে কোচিং নিতে চাই নির্দিষ্ট কলামে যথাযথ ফিলাপ করতে হবে। অনলাইনে প্রিলি এবং মেন পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে প্রিলি, মেন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউরনম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। নিয়ম অনুযায়ী চাকরির প্রথম ১ বছর প্রবেশনারি পিরিয়ড থাকবে। প্রয়োজনে তার মেয়াদ বাড়ানোও হতে পারে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে। চাকরির শুরুতে রাজ্য বদলের সুযোগ নেই। পদোন্নতির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কনফার্মেশনের ২-৩ বছরের মধ্যে, পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। পে স্কেল রয়েছে ৩৬,০০০ - ৬৩,৮৪০ টাকা। শুরুতে বেসিক পে ৪১,৯৬০ টাকা। সমস্ত রকমের ভাতা সহ মূল মাইনে বার্ষিক হিসেবে ৭.৯৩ লক্ষ থেকে ১২.৯৫ লক্ষ টাকার মতো।

অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭৭৯ ক্রেডিট অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কেই এখন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এমনই এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্রেডিট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এমবিএ, পিজিডিএম পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা সহ ৪০টি বড় শহরে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জিবিও বা জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার স্ট্রিমে ক্রেডিট অফিসার পদে ৭৭৯ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিওআই-এ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিওআই-এ চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৬-২০২৬-এর হিসেবে ২৫ থেকে ৪৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৭৭৯-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১১৮টি, এসটি'র জন্য ৫৯টি, ওবিসি'র জন্য ২০৫টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ৮০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩১৭টি পদ রয়েছে জেনারেল প্রার্থীদের জন্য। এর পরও ৩১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক অথবা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অথবা যে-কোনও বিষয়ে মাস্টার্স পাশ, পিজি অথবা অধিক নম্বর ও কম্পিক্ষটার জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১২৫ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্ন করা হবে ১২৫টি। সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১টির সঠিক নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রতিটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা দিতে হবে বহিঃরাজ্যের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এন.আই.এ.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রবেশনারি অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অপারেটর (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (নীপকো),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রকের কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টিজিটি (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৯৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
এসএসসি-র ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ড্রাগ ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, স্কাউট এন্ড গাইড কোটা (রেল মন্ত্রক, এন.এফ.আর)**
শূন্যপদ ঃ ২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
স্কাউট-গাইড সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অফিসার (রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিএম হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইসর, অপারেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, আধার পরিষেবা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ড্রাইভার, আপার ডিভিশন ক্লার্ক (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, কর্মরতদের প্রাধান্য রয়েছে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

বহিঃরাজ্যে ও কর্পোরেট সেক্টরে ২৩৪১ জন ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কর্পোরেট সেক্টরে অপারেটরপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়সঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কর্পোরেট সেক্টর বি.ই.এম.এল বা ভারত আর্থ মোভার্স লিমিটেড-এ অপারেটর ইত্যাদি ৩৬২টিশূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ১০-০৭-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৯-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর কেপি / এস/ ১০/ ২০২৬। তারিখ ১৭-০৬-২০২৬।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ১০ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং (১) ঃ অপারেটর, ট্রেড আইটিআই ফিটার, মোট শূন্যপদ ১২৭টি। এর মধ্যে এসসি ২০টি, এসটি ৮টি, ওবিসি ৩৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫৩টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ অপারেটর, ট্রেড আইটিআই টার্ণার, মোট শূন্যপদ ৯৩টি। এর মধ্যে এসসি ১৪টি, এসটি ৬টি, ওবিসি ২৫টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৯টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ অপারেটর, ট্রেড আইটিআই ওয়েল্ডার, মোট শূন্যপদ ৪৪টি। এর মধ্যে এসসি ৭টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৯টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ অপারেটর, ট্রেড আইটিআই মেশিনিস্ট, মোট শূন্যপদ ৪০টি। এর মধ্যে এসসি ৬টি, এসটি ২টি, ওবিসি ১০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৮টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ অপারেটর, ট্রেড আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান, মোট শূন্যপদ ৫৮টি। এর মধ্যে এসসি ৯টি, এসটি ৪টি, ওবিসি ১৫টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৫টি পদ অসংরক্ষিত। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। একইভাবে, অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের তত্বাবধানে অ্যাসিস্ট্যান্ট, টিজিটি ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়সঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারেন। প্রয়োজনে কর্মবার্তার নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়সঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এন.আই.এ.সি.এল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **প্রবেশনারি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* নীপকো-তে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের কর্পোরেট সেক্টরে **ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টিজিটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি-র ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ড্রাগ ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদঃ ৪৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে এন.এফ.আর-এ **গ্রুপ-সি, স্কাউট এন্ড গাইড কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, স্কাউট-গাইড সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ক্রেডিট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিএম হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে আধার পরিষেবা কেন্দ্র সমূহের জন্য **সুপারভাইসর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরট সেক্টরে **ড্রাইভার, আপার ডিভিশন ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিপাশ, কর্মরতদের প্রাধান্য রয়েছে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই: ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব ৩ দিনের রাজ্য সফরে গত ১ জুলাই আগরতলায় আসেন। তিনি উনকোটি জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং সিপাহীজলা জেলা সফর করেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হল জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা।

যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব আজ উনকোটি জেলা সফর করেন। এদিন কৈলাশহরের সার্কিট হাউসে মীরা শ্রীবাস্তব উনকোটি জেলার জেলা শাসক মেঘা জৈন এবং উনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরকালে ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সহ প্রতিনিধি দল উনকোটি জেলার লাটিয়াপুর সাব সেন্টার এবং দেওড়াছড়া সাব সেন্টার পরিদর্শন করেন। তিনি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকাকরণ কর্মসূচি, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি এবং ফিল্ড লেভেলে স্বাস্থ্যসেবার বাস্তবায়ন নিয়ে পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর, সহজলভ্য ও মানসম্মত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের সদস্য-সচিব ডা. সৌভিক দেববর্মা, আইডিএসপি''র স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. অন্তরা বণিক, আরসিএইচ''র স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডা. ইশিতা গুহ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা''র স্টেট মেডিক্যাল অফিসার ডা. রণদীপ সাহা।

গত ২ জুলাই ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তবের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফর উপলক্ষে গত বুধবার এক উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিনিধি দল জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। বিলোনীয়ার জেলা শাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান অবস্থা, টিকাকরণ, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকের পরে প্রতিনিধি দল মাতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন আমজাদনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাশকাদুয়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে স্বাস্থ্যকর্মী ও আশা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে টিকাকরণ সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ পর্যালোচনা করা হয়। এরপর প্রতিনিধি দল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সীমান্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ নেন। পরে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে রোগী পরিষেবা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিদর্শন করেন।

গত ২ জুলাই ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিনিধি দল সিপাহীজলা জেলা সফর করে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। সফরকালে প্রতিনিধি দলকে সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক, সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার এবং কাঠালিয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার-ইন-চার্জ স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দল বাশপুকুর সাব সেন্টার পরিদর্শন করেন। স্বাস্থ্যকর্মী ও আশা কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তবায়ন, টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতি, সহ বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনের সময় মীরা শ্রীবাস্তব জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ও ফিল্ড লেভেলের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিষ্ঠা ও কাজের প্রশংসা করেন। এই সফরের মাধ্যমে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সাধারণ জনগনের কাছে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

লংতরাইভ্যালি মহকুমার দুটি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভর্তির বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ৩ জুলাই: ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে লংতরাইভ্যালি মহকুমাস্থিত দুটি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (ই.এম.আর.এস.)-এ ভর্তির বিষয়ে আজ লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসকের অফিসে এম.ডি.সি. হলিউড চাকমার সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, ছামনু আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত মানিকপুর ই.এম.আর.এস.-এ ৬০ জন ছাত্রছাত্রী (৩০ জন ছাত্র এবং ৩০ জন ছাত্রী) ও মনু আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত মাছলি ই.এম.আর.এস.-এ ৬০ জন ছাত্রছাত্রী (৩০ জন ছাত্র এবং ৩০ জন ছাত্রী) ভর্তি করা হবে। এই স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য কুমারঘাট ই.এম.আর.এস.-এ ভর্তির ফর্ম পাওয়া যাবে। ভর্তির ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ জুলাই, ২০২৬। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ২৩ জুলাই, ২০২৬। ইংরেজি এবং বাংলা এই দুই ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হবে।

আদর্শ বিধানসভার লক্ষ্য হওয়া উচিত সমস্যার সমাধান খোঁজা পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত বিধায়কদের উদ্দেশে ওম বিড়লা

কলকাতা, ৩ জুলাই (আইএএনএস): শুধু সমস্যা চিহ্নিত করা বা আলোচনা নয়, মানুষের সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করাই একটি আদর্শ বিধানসভার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য আয়োজিত দু''দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির উদ্বোধনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ওম বিড়লা বলেন, 'একজন বিধায়কের কাছে সাধারণ মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। একজন বিধায়কের ভূমিকা, বিদ্যমান আইন এবং মানুষের প্রত্যাশা রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই একটি আদর্শ বিধানসভা এমন একটি জায়গা, যেখানে সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং মানুষের সমস্যার নিষ্পত্তির পথ বের করা হয়। অতীতের বিতর্ক ও আলোচনাগুলিও গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত।'

তিনি নবনির্বাচিত বিধায়কদের তথ্যভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'তথ্য ও বাস্তবতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। শেখার আগ্রহ সবসময় বজায় রাখতে হবে। মানুষের কল্যাণে নতুন কিছু করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।'

লোকসভার স্পিকার আরও বলেন, বর্তমান যুগ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে নিজেকে নিয়মিত আপডেট রাখতে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন।

তিনি বলেন, 'আজকের দিনে সব তথ্য হাতের নাগালে। চাইলে অন্যান্য দেশের বাজেটও পড়তে পারবেন। বিধানসভায় যত বেশি সময় থাকবেন, তত বেশি নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। বক্তব্য রাখার সুযোগ হোক বা না হোক, শেখার জন্য নিয়মিত বিধানসভায় উপস্থিত থাকা উচিত।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওম বিড়লা পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'নতুন মুখ্যমন্ত্রীর একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেই কাজ করার কথা বলছেন এবং গত দুই মাসে তাঁর প্রশাসনিক কাজেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা গেছে।'

বিলোনিয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতামূলক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ জুলাই: স্বচ্ছ ভারত মিশন---২০২৬-এর আওতায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার বিকেলে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠের সুবর্ণ জয়ন্তী হলে এক ওয়ার্ডভিত্তিক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে বিলোনিয়া পুর পরিষদ। এই সভায় পুর পরিষদের ৩, ৪, ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, শিখা নাথ, রিনা দাস ও ধ্রুব প্রসাদ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বাবুল ভৌমিক, দীপা পাল মজুমদার এবং সমাজসেবী গৌতম সরকার।

সভায় চেয়ারপার্সন ও কাউন্সিলররা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুরবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মীদের সহযোগিতা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

বক্তারা জানান, নতুন ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারকে বাড়িতে চারটি পৃথক পাত্র রাখতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য আলাদা করে সংরক্ষণ করতে হবে। এর ফলে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ আরও সহজ ও কার্যকর হবে।

সভায় আরও জানানো হয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করা বা সাধারণ মানুষের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা করা হবে। তাই সকলকে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য সংরক্ষণ করে পুর পরিষদের সাফাইকর্মীদের হাতে তা তুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

পুর পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর গড়ে তুলতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।

Notice For Second Round Seat Allotment For DEEET 2026 and subsequent Admission

This is for information to all concerned that the Second round allotment of seats through DEEET 2026 will be done through online portal as per schedule given below:-

Activity	Date and Time
Allotment of seats for DEEET 2026(Second round) through DEEET portal. Allotment letter can be downloaded by logging in to DEEET portal (https://deeet.tripura.gov.in/).	06/07/2026 from 3:00 PM onwards
Admission to respective institutes	From 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, Time: As notified by respective institutes

ICA/D-472/26

Sd/- (Dr. Tirtharaj Sen, FIE)
Chairman, Central Selection Committee-2026

দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

সেফটি বেল্ট, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ও অ্যাম্বুলেন্সের মতো মৌলিক নিরাপত্তা অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে বলে দাবি তাদের। পাশাপাশি বহুতল নির্মাণকাজে নিরাপত্তা জালসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া, বহিরাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের পরিচয়পত্র যাচাই এবং স্থানীয় থানায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের মতো প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সব ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় একাংশের দাবি, কিছুদিন আগে অসম পুলিশের একটি দল একটি খুনের মামলার তদন্তে এই নির্মাণস্থল থেকে কয়েকজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান মৃত্যুর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি তথ্য সামনে আসেনি। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার চাপের কারণে সীমিত সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করানো হয়, যা শ্রমিকদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে এই অভিযোগও এখনও তদন্তে প্রমাণিত হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও অপরাধমূলক ঘটনাসব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আত্মহত্যা হয়ে থাকলে তার পেছনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা কর্মক্ষেত্র-সংক্রান্ত কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে নির্মাণ সংস্থার কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি বলে জানা গেছে।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্মাণস্থলগুলিতে শ্রম আইন ও নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একই সঙ্গে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং কোনও ধরনের গাফিলতি বা অনিয়মের প্রমাণ মিললে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে।

বিপাকে ব্যবসায়ীরা

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট ৬৭ জন ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবারের বৈঠকে ব্যবসায়ীদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ উদ্যোগে দোকানপাট, অস্থায়ী স্থাপনা ও অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় প্রশাসন আইনানুগ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করবে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিসিএম) প্রসেনজিৎ দাস বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে জানিয়েছিলেন, পাঁচ দিনের মধ্যে যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় জাতীয় সড়কের জন্য নির্ধারিত সরকারি জমি খালি না করেন, তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। শুক্রবারের বৈঠকে সেই নির্দেশই পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বৈঠক শেষে অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত ও মহকুমা শাসক বিংকি সাহা সরেজমিনে দোকানঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়ও ব্যবসায়ীদের দ্রুত সরকারি জমি খালি করে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রশাসনের এই কড়া অবস্থানের ফলে বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রশাসনের বক্তব্য, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই সরকারি জমি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমি খালি না হলে আইন অনুযায়ী উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হবে।

দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিহতের ছেলে-মেয়েরা জানান, তাঁদের বাবা দীর্ঘদিন ধরেই মদ্যপ অবস্থায় থাকতেন এবং প্রায়ই তাঁদের মায়ের উপর নির্যাতন চালাতেন। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে ফিরে তাঁরা ঘরের বিছানার নিচে মায়ের নিথর দেহ দেখতে পান। এরপরই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্পষ্ট হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত গোপাল পালের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। খবর লেখা পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণ অবস্থানে

● প্রথম পাতার পর

সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অভাব-অনটনের চিত্রও উদ্বেগজনক।' টিওয়াইএফ নেতৃত্ব জানিয়েছে, সাত দফা দাবি দ্রুত পূরণে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে নামবে সংগঠন।

টিওয়াইএফের সাধারণ সম্পাদক কুমুদ দেববর্মা বলেন, বিধানসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বর্তমানে ৫১ হাজার ৭৮৪টি শূন্যপদ রয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে সরকার এই পদগুলি পূরণে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না। তিনি অবিলম্বে স্বচ্ছ ও দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব শূন্যপদ পূরণের দাবি জানান।

এছাড়া, টিটিএএডিসিতে সম্প্রতি প্রায় ১২০টি এলডিসি পদে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা সাক্ষাৎকার ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ওই নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার দাবি জানায় সংগঠন। পাশাপাশি, প্রায় দুই বছর আগে অনুষ্ঠিত টিটিএএডিসির ডেপুটি পিও পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করারও দাবি তোলা হয়।

গণঅবস্থান থেকে ককবরক ভাষাকে ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা, রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ককবরক বিষয় চালু এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিও জানানো হয়।

অধিবেশনের সম্ভাবনা

● প্রথম পাতার পর

পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রিপোর্ট পেশের পর তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব নিয়ে সংসদে প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

সব মিলিয়ে রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর একাধিক ইস্যু, গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন এবং সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে এবারের বর্ষাকালীন অধিবেশন চলতি বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত সংসদীয় অধিবেশন হতে চলেছে।

PNIT NO: 10/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2026-27, Dated- 02/07/2026

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders for 2 nos. work Tenders as follows-

Sl No.	DNIT No. & Date	Last date & Time	Estimated Cost	Earnest Money/ Bid Fee (Non Refundable)	Time for Completion
1	06/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/ 2026-27, Dated - 01/07/2026	09/07/2026 15.00 Hrs	95,30,707.0	1,90,614.00/ 4,000.00	320 Days
2	03/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/ 2026-27, Dated - 25/05/2026		32,32,683.00	64,654.00/ 1,000.00	180 Days

For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1047/26

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: CO/TSR-11/PNIT/01/2026-27.

Commandant, 11th Bn Tripura State Rifles, Pathaliaghat, Sepahijala Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 1600 Hours on 23/07/2026 for the below notedwork:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document download-ing and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of Brick soiling road from Adm. Block - SO mess road to Barrack No.I (L- 235.00 mtr) at 11th Battalion TSR(IR-VII) HQr, Pathaliaghat	Rs. 5,67,952	Rs. 11,359.00	90(Ninety) Days	Upto 1600 Hrs on 23/ 07/2026	At 1600 Hrs on 23/07/2026	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only through online at website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closed.

ICA/C-1038/26

(Jyotisman Daschaudhuri)
Commandant
11th Battalion TSR(IR-VII)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-09/EE/DWS/JRN/2026-27,Dated-02/07/2026.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No:29/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2026-27	9,55,505.00	19,110.00	90 Days	1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No:30/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2026-27	2,03,272.00	4,065.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
3	DNIe-T No:31/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2026-27	38,82,187.00	77,644.00	180 Days	1,000.00	Appropriate Class
4	DNIe-T No:25/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2026-27 (2nd Call)	4,19,475.00	8,389.00	210 Days	1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 02/07/2026.at 1500 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-10/07/2026 upto 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-10/07/2026 at13.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inas well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

ICA/C-1044/26

(Er. Jibesh Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division,
Jirania Ranirbazar, West Tripura

PNIT No.: 06/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

Sl No.	Name of the work & DNIeT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT-20/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	2,61,643.00	5,233.00	180(One hundred eighty) Days	Appropriate Class
2	DNIeT-21/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	1,29,981.00	2,600.00		
3	DNIeT-22/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	2,61,883.00	5,238.00		
4	DNIeT-23/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	2,13,916.00	4,278.00		
5	DNIeT-24/EE/PWD(DWS)/KMP/2026-27	1,00,767.00	2,015.00		

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 10-07-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 10-07-2026 at 16.00 Hrs.
Website for Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in
Tender Fee: Rs. 1000.00 each, (non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9862156455
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in /www.eprocure.gov.in/epublishing

ICA/C-1050/26

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai, Tripura

কিশোরের

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করবে।রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের কথা উল্লেখ করে কিশোর বর্মন জানান, গ্রামীণ প্রশাসনে ত্রিপুরা ধারাবাহিকভাবে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করে চলেছে। চলতি বছরে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার-সহ মোট তিনটি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে রাজ্য। এর আগে গত বছর ত্রিপুরা সাতটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল।তিনি বলেন, "১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর, জনমুখী ও জবাবদিহিমূলক হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পঞ্চায়েত আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।"শেষে মন্ত্রী বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'-এর আদর্শকে সামনে রেখে ত্রিপুরা সরকার উন্নত গ্রাম, উন্নত ত্রিপুরা এবং উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

সিএমও কার্যালয়

● প্রথম পাতার পর

ওই জেনারেটর চালু করা হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জেনারেটর থেকে প্রথমে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে এবং পরে তা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রূপ নেয়।শেষ পর্যন্ত জেনারেটরটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে অফিসের অন্য কোনো কর্মী এই বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। ঘটনা সম্পর্কে বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের

ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা মামলা: সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করল কেরল হাইকোর্ট

কোচি, ৩ জুলাই (আইএএনএস) : কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও তাঁর মেয়ের ভাড়াবাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদন খারিজ করে দিল কেরল হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজ্য পুলিশের তদন্ত সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে এবং এই মুহূর্তে তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি শ্যাম কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের জমা দেওয়া বিস্তারিত তদন্ত অগ্রগতি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জনস্বার্থ মামলার নিষ্পত্তি করে।

এর আগে আদালত রাজ্য সরকারকে এফআইআর দায়েরের পর তদন্তে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনে তিরুবনন্তপুরম সিটি পুলিশের কমিশনার তদন্ত সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিবৃতি আদালতে পেশ করেন।

রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, মিউজিয়াম থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারা এবং সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি প্রতিরোধ আইনের আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে কাচের টুকরো, মাটির নমুনা-সহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, ফরেন্সিক, আলোকচিত্র এবং ভিডিও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

পুলিশ আদালতকে জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ২৫ জন অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি তদন্তও অব্যাহত রয়েছে। তদন্তকারী দল আহত ইডি আধিকারিক এবং অভিযুক্তদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিও সংগ্রহ করেছে। এছাড়া ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহের জন্য একাধিক সংবাদমাধ্যমকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৪ জন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে এবং ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে আরও অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে বলেও জানানো হয়েছে।

জনস্বার্থ মামলায় ওঠা অভিযোগের জবাবে রাজ্য সরকার আদালতে জানায়, এই ঘটনার আগে কোনও গোয়েন্দা তথ্য ছিল না, ফলে গোয়েন্দা ব্যর্থতার প্রশ্নই ওঠে না। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বড় ধরনের অশান্তি এড়ানো সম্ভব হয়।

রাজ্য সরকার আরও দাবি করে, তদন্তে পক্ষপাতিত্ব, প্রভাবশালীদের আড়াল করা, শ্রমিক সংগঠনের হস্তক্ষেপ বা ডিজিটাল প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। সব দিক বিবেচনা করে কেরল হাইকোর্ট জানিয়েছে, বর্তমান তদন্তের অগ্রগতি সন্তোষজনক। তাই এই পর্যায়ে মামলাটি সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর হাতে তুলে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

ওপিডিতে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত চিকিৎসা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩ জুলাই: সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গতকাল মেলাঘরস্থিত সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিশেষ ওপিডিতে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ ওপিডি-তে বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রজত গোস্বামী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। এদিন অনেক রোগী এই বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে গর্ভকালীন পরিচর্যা, মাতৃস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যার যথাযথ চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে মহকুমা পর্যায়েই এ ধরনের পরিষেবা পাওয়ায় রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দূরবর্তী হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকাংশে হ্রাস পায়। সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এই উদ্যোগ মাতৃ ও নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং গ্রামীণ ও মহকুমা এলাকার মহিলাদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ভেনুগোপালের চিঠিকে সমর্থন বিরোধীদের, সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষিত তদন্তের দাবি

নতুন দিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস): অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান ও তহবিলের কথিত আর্থিক অনিয়মের তদন্ত নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ কে.সি. ভেনুগোপাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি জানানোর পর শুক্রবার বিরোধী দলগুলি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

ভেনুগোপাল তাঁর চিঠিতে অভিযোগ করেন, অযোধ্যা রাম মন্দিরে বিশাল চাঁদা চুরি দেশকে নাড়া দিয়েছে। কোটি কোটি ভক্ত ভগবান রামের নামে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ দান করেছেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসের অপব্যবহার হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যারা নিজেদের হিন্দু ধর্মের রক্ষক বলে দাবি করেন, তাঁদের হাতেই এই বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

এই দাবিকে সমর্থন করে কংগ্রেস সাংসদ তারিক আনোয়ার বলেন, ভেনুগোপালের অবস্থান আসলে দলের "সমষ্টিগত মতামত"। তাঁর অভিযোগ, বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) গঠন করা হয়েছে মূলত তদন্ত বিলম্বিত ও বিভ্রান্ত করার জন্য।

তিনি বলেন, সঠিক তদন্ত হলে এফআইআরের পর সিবিআই তদন্ত বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নজরদারিতে তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এসআইটি গঠন করে মূল অভিযুক্তদের রক্ষা করা হচ্ছে।

কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিতও এসআইটির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, এসআইটি কীভাবে এবং কোন মানদণ্ডে গঠন করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনুদান ব্যবস্থার কোনও অডিট বা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার।

তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, রাম মন্দির কি কেবল রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? এত বড় প্রতিষ্ঠান হলে সেখানে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া থাকা উচিত ছিল।

আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, এসআইটির কার্যপ্রণালী দেখে মনে হচ্ছে বড় অপরাধীরা রেহাই পাবে, আর ছোটদের ধরা হবে। তিনি বলেন, এই চিঠি "দেশের মানুষের অনুভূতির প্রতিফলন" এবং প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ দিনেশ শর্মা বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, তারা আসলে হিন্দু মন্দিরে ভক্তদের যাতায়াত ও অনুদানকে বাধা দিতে চাইছে।

রাম নবমী হিংসা মামলা: তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল এনআইএ আদালত

কলকাতা, ৩ জুলাই (আইএএনএস): ২০২৩ সালের রাম নবমী শোভাযাত্রা ঘিরে সহিংসতার মামলায় গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর শাকির আলিকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিল কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালত। শুক্রবার এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

শাকির আলি, প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী, গত ৩০ জুন গ্রেফতার হন এবং একই দিন আদালত তাঁকে দুই দিনের এনআইএ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। পরে তাঁর পক্ষ থেকে একই বিশেষ এনআইএ আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়, যার "ইন-ক্যামেরা" শুনানি শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়।

আইনজীবীর মাধ্যমে দায়ের করা জামিন আবেদনে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখানো হয়। শুরুতে আদালত সেই আবেদন খারিজ করলেও পরে শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। শাকির আলির আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল ক্যানসারে আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং তিনি চিকিৎসাধীন। তাঁর শরীরে অক্সিজেন সঞ্চালনজনিত সমস্যাও রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

আইনজীবী জানান, তিনি নিয়মিত চিকিৎসা ও বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে আছেন। তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। এই সব দিক বিবেচনা করেই আদালত অন্তর্বর্তী ও শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে জামিনের ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

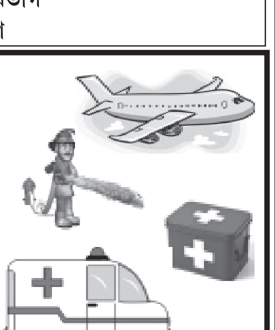

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেতন আগরওয়াল হত্যা মামলা: অভিযুক্ত সিয়া গয়াল ও চেতন চৌধুরীকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ

পুনে, ৩ জুলাই (আইএএনএস) : পুনের ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়াল হত্যা মামলায় অভিযুক্ত তাঁর বাগদত্তা সিয়া গয়াল এবং কথিত প্রেমিক চেতন চৌধুরীকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল পুনের ভাদগাঁও আদালত।

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, পুলিশ আদালতের কাছে আরও তিন দিনের হেফাজতের আবেদন করেছিল। তদন্তকারীদের বক্তব্য, মামলার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি খতিয়ে দেখতে দুই অভিযুক্তকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। এছাড়া মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক চ্যাট এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণ এখনও উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করা বাকি রয়েছে।

তবে পুলিশের হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আদালত সিয়া গয়াল ও চেতন চৌধুরীকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এর আগে আদালত প্রথমে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের অনুমতি দিয়েছিল। পরে তদন্তের স্বার্থে আরও চার দিন সেই মেয়াদ বাড়ানো হয়। ফলে মোট ১১ দিন ধরে দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুনে গ্রামীণ পুলিশ।

এদিকে, তদন্তকারী সংস্থা দুই অভিযুক্তের পলিগ্রাফ (লাই ডিটেক্টর) পরীক্ষা করানোর অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আদালত প্রথমে অভিযুক্তদের নোটিস পাঠাবে এবং তাঁদের সম্মতি নেওয়ার পর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

তদন্তে আরও একটি নতুন মোড় এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে আরও এক সন্দেহভাজনের নাম উঠে এসেছে। তিনি চেতন চৌধুরীর এক প্রাক্তন সহপাঠী বলে তদন্তে জানা গেছে।

পুলিশের দাবি, ওই ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটার আগেই কেতন আগরওয়ালকে খুনের পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত ছিলেন। তদন্তে আরও জানা গেছে, সিয়া ও চেতন তাঁর সঙ্গেও এই হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বর্তমানে ওই ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার পুলিশ সিয়া গয়ালকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে ঘটনার সময় পরা হয়েছে বলে সন্দেহ করা পোশাক, একটি মোবাইল ফোন এবং তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এরপর সিয়াকে পুনের লুল্লানগর এলাকার একটি ক্যাফেতেও নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, সেখানেই কেতন আগরওয়ালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে সিয়ার বক্তব্য নথিভুক্ত করার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য প্রমাণ যাচাই করে পুলিশ।

নাগাল্যান্ডে বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ: মুখ্যমন্ত্রী রিও

কোহিমা, ৩ জুলাই (আইএএনএস) : নাগাল্যান্ডে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। তিনি বলেন, আধুনিক অবকাঠামো ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

শুক্রবার যুব সম্পদ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনে ১৬টি ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল দেশের সেরা পরিকাঠামোর সমতুল্য ক্রীড়া ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং খেলোয়াড়দের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে তারা নাগাল্যান্ড ও দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনতে পারে।

তিনি আরও বলেন, এই উদ্বোধন শুধুমাত্র নতুন পরিকাঠামোর সূচনা নয়, বরং রাজ্যের যুবসমাজ ও ক্রীড়াবিদদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন।

যদিও প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ভার্চুয়ালি বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এটিকে নাগাল্যান্ডের ক্রীড়া ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন, যা দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুংগো প্যাটন, যুব সম্পদ ও ক্রীড়া দফতরের উপদেষ্টা এস. কেওশু ইয়িমচুংগার, একাধিক বিধায়ক এবং ঊর্ধতন সরকারি আধিকারিকরা।

ক্রীড়ার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া এখন আর শুধু বিনোদন নয়, এটি একটি শক্তিশালী শিল্পে পরিণত হয়েছে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি বলেন, সুদৃঢ় ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা, প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং খেলোয়াড়দের আরও বেশি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা প্রদান করলে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভা বিকশিত হবে এবং যুবসমাজের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া লেখেন, তিনি নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ১৬টি নতুন ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধনে অংশ নেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ক্রীড়া উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে।

এই ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অধীনে ৪টি অবকাঠামো এবং রাজ্য সরকারের অর্থায়নে ১২টি প্রকল্প।

নতুন উদ্বোধিত পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে বহুমুখী হল, ইনডোর স্পোর্টস হল, ফুতসাল গ্রাউন্ড এবং প্রশাসনিক ভবন, যা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে এবং আধুনিক ক্রীড়া সুবিধা সহজলভ্য করবে।

'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অধীনে মোকোকচুং জেলার চাংটংগ্যা ও মাংকোলেম্বা এবং নিউল্যান্ডে বহুমুখী হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ওখা জেলায় প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ইনডোর স্পোর্টস হল তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য অর্থায়িত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে কিফিরে, নোকলাক, ওখা টাউন, চোজুবা এবং বিভিন্ন এলাকায় ফুতসাল গ্রাউন্ড, পাশাপাশি কোহিমার মুখ্যমন্ত্রীর আবাসিক কমপ্লেক্স এবং ডিমাপুরের এমডিএসসি এলাকায় বহুমুখী হল নির্মাণ।

এছাড়া পেরেন জেলার নতুন সদর দফতরে যুব সম্পদ ও ক্রীড়া দফতরের অফিস এবং কর্মচারী আবাসন নির্মাণও এই প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত।

রাম মন্দির অনুদান কেলেঙ্কারি নিয়ে আরএসে-এর 'দেরিতে অবস্থান', প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস ও শিবসেনা-ইউবিটি

নতুন দিল্লি, ৩ জুলাই (আইএএনএস): রাম মন্দিরে অনুদান ও ভোগের অর্থে কথিত আর্থিক অনিয়মের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর "দেরিতে প্রতিক্রিয়া" নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস এবং শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) গোষ্ঠী। তাঁদের অভিযোগ, যখন মন্দিরে অনিয়ম চলছিল, তখন আরএসএস কেন নীরব ছিল, এই প্রশ্নই এখন উঠছে রাজনৈতিক মহলে।

এই মন্তব্যগুলি এসেছে আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে-র বক্তব্যের পর, যেখানে তিনি হিন্দু সমাজকে সতর্ক থাকতে এবং "দেশবিরোধী শক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত না হতে" আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেন, আরএসএস এখন বুঝতে পেরেছে যে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে, কিন্তু যাঁরা রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করেছেন, তাঁদের ভূমিকা এখন প্রশ্নের মুখে। এতদিন পরে এই বিবৃতি আসছে।

তিনি আরও দাবি করেন, বর্তমানে এসআইটি তদন্ত চালাচ্ছে এবং কিছু ছোট কর্মী গ্রেফতার হয়েছে, কিন্তু মূল অভিযুক্তদের এখনও রেহাই দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। ফৈজাবাদ বার অ্যাসোসিয়েশনের অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী না দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জনমানস, বিশেষ করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই ঘটনার কারণে ক্ষুব্ধ। এতে তাঁদের বিশ্বাসে আঘাত লেগেছে।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় ৫০ শয্যার আগরতলা সিভিল হাসপাতাল, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন: স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে

আগরতলা, ৩ জুলাই : আগরতলার প্রস্তাবিত ৫০ শয্যার সিভিল হাসপাতাল উদ্বোধনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। খুব শীঘ্রই হাসপাতালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। শুক্রবার তিনি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নতুন হাসপাতাল ভবন ও পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্য সচিব জানান, মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার উদ্যোগে এই হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং গত বছরের এপ্রিল মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। হাসপাতাল চালুর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সাতজন চিকিৎসকসহ প্রয়োজনীয় প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালটি নির্মাণে অর্থায়ন করেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম)।

তিনি জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালটি আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। সাধারণ চিকিৎসার জন্য মানুষ এই সিভিল হাসপাতাল বা আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যেতে পারবেন। আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে রোগীদের জিবিপি ও আইজিএম হাসপাতালে রেফার করা হবে।

স্বাস্থ্য সচিব আরও বলেন, হাসপাতালটিতে আধুনিক অক্সিজেন প্ল্যান্ট, জরুরি পরিষেবা, পর্যাপ্ত পার্কিংসহ বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়ার পর উদ্বোধনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, জিবিপি ও আইজিএম হাসপাতালের ওপর রোগীর চাপ কমাতে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে এই নতুন সিভিল হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চলতি মাসেই হাসপাতালটির উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মেলাঘরে নাবালিকা নির্যাতন: অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হিন্দু নাগরিক সমাজ

আগরতলা, ৩ জুলাই : মেলাঘর থানাধীন তেলকাজলা এলাকায় এক নাবালিকাকে নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত পিন্টু ঘোষের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবার সরব হয়েছে "হিন্দু নাগরিক সমাজ"।

শনিবার সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অরুণ হালদার মেলাঘর থানার পুলিশ ও চাইল্ডলাইনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে নির্যাতিতার বাড়িতে যান। সেখানে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

পরে তিনি তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে গিয়ে নাবালিকার পড়াশোনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এলাকায় নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করায় অরুণ হালদারের উদ্যোগে চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে নাবালিকার জন্য একটি নিরাপদ হোমে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অরুণ হালদার অভিযোগ করেন, কিছু রাজনৈতিক দল এই ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, একটি সংবেদনশীল ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করা উচিত নয়।

তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার ওপর আস্থা প্রকাশ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে এবং অপরাধী যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলাঘর এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে চাইল্ডলাইন ও হিন্দু নাগরিক সমাজের উদ্যোগে নির্যাতিতার পরিবার কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। এখন অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তার ও মামলার অগ্রগতির দিকেই নজর সবার।

মাতাবাড়িতে 'ত্রিপুরাসুন্দরী সিদ্ধপীঠ গুরুকুল'-এর শিলান্যাস, সনাতন শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে নতুন উদ্যোগ

উদয়পুর, ৩ জুলাই: মাতাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে কল্যাণ সাগরের পূর্ব পাড়ে তিন দিনব্যাপী পূজা ও পার্বণের মধ্য দিয়ে শুক্রবার 'ত্রিপুরাসুন্দরী সিদ্ধপীঠ গুরুকুল'-এর শুভ ভূমিপূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (শিলান্যাস) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, সনাতন সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের গৌরবময় ঐতিহ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই গুরুকুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, পরম শ্রদ্ধেয় ড. আচার্য শংকর জি মহারাজ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সাধুসন্তরা। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিলান্যাস সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তদের উপস্থিতিতে এক আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আয়োজকদের বক্তব্য, 'ত্রিপুরাসুন্দরী সিদ্ধপীঠ গুরুকুল' শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি সনাতন ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এখানে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত ভাষা, ধর্মীয় দর্শন, সদাচার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এই গুরুকুল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজকল্যাণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

একবার বসেই ৬৪টি রুটি খেয়েছিলেন জন আব্রাহাম, মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন অভিনেতা

মুম্বাই, ৩ জুলাই (আইএএনএস) : বলিউডের ফিটনেস আইকন হিসেবে পরিচিত অভিনেতা জন আব্রাহাম একবার এক বসাতেই ৬৪টি রুটি (চাপাটি) খেয়ে ফেলেছিলেন বলে জানালেন নিজেই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ও জনপ্রিয় টেলিভিশন শো-তে এই মজার ঘটনা শেয়ার করেন অভিনেতা।

জন জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল একটি আনলিমিটেড গুজরাটি থালি রেস্তোরাঁয়, ফুটবল ম্যাচ খেলার পর তিনি সেখানে খেতে গিয়েছিলেন। সেই সময় রুটিগুলোর আকার খুব ছোট ছিল বলেই এতগুলো রুটি খাওয়া সম্ভব হয়েছিল বলে তিনি জানান।

জন আব্রাহাম বলেন, ফুটবল ম্যাচ খেলার পর আমরা বন্ধুরা একসঙ্গে গুজরাটি থালি খেতে গিয়েছিলাম। তখনকার আনলিমিটেড থালিতে রুটিগুলো খুব ছোট ছিল। আমি একে একে খেতে খেতে ৬৪টি রুটি খেয়ে ফেলি। তিনি আরও জানান, এতগুলো রুটি খেতে দেখে রেস্তোরাঁর ওয়েটার তাকে ভাত খেতে বলেছিলেন। তবে তখন তিনি বলেন, আগে রুটিই শেষ করবেন। পরে অবশ্য রুটি শেষ করার পর ভাতও খেয়েছিলেন বলে জানান অভিনেতা।জন সম্প্রতি উপস্থিত হয়েছিলেন জনপ্রিয় শো 'দ্য কপিল শর্মা শো'-তে, যেখানে উপস্থাপক কপিল শর্মা এই ঘটনাটি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেন। পেশাগত দিক থেকে জন আব্রাহাম বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন তাঁর আসন্ন অ্যাকশন ছবি 'ফোর্স ৩'-এর কাজে। ছবিটিতে তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন হার্শবর্ধন রানে এবং তানিয়া মানিকতলা।

রক্তের সংকট দূর করতে গোকুলনগর টিএসআর প্রথম বাহিনীর উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ জুলাই: গোকুলনগর টিএসআর প্রথম বাহিনীর উদ্যোগে শুক্রবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী কেরি মারার আইপিএস আইজিপি। ফিতা কেটে এদিনে মেগা রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা করেন শ্রী কেরি মারার আইপিএস আইজিপি। তাছাড়া এই দিনে উপস্থিত ছিলেন টিএসআর প্রথম বাহিনীর কমান্ডেন্ট মিহি লাল দাস। উক্ত রক্তদান শিবিরে টিএসআর মহিলা পুরুষ মিলে সর্বমোট ৬০ জন রক্তদান করেন। রক্ত কোথাও কোন কোম্পানিতে তৈরি হয় না রক্ত প্রত্যেকের শরীরে তৈরি হয় এবং সময় মত সে রক্ত বের হয়ে যায় এবং নতুন রক্তের উৎপাদন হয় তাই সমস্ত টিএসআর যোগান দেয় বছরে চারবার রক্তদান করার জন্য আহ্বান রাখেন শ্রী কেরি মারাক। রাজ্যে রক্তের স্বল্পতা দূর করার জন্য মূলত আজকে টিএসআর জোয়ানের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন।

ব্যাপক উৎস উদ্দীপনের মধ্যে দিয়ে জোয়নরা এদিনে রক্ত দান করেন। রাজ্যের প্রতিনিয়ত মানুষ এক ফোটা রক্তের অভাবে মারা যায়। রাতে যেন কখনো কোন রোগী রক্তের অভাবে মৃত্যুবরণ করতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক বছর টি এসআর প্রথম বাহিনীর উদ্যোগে বছরে একাধিকবার রক্তদান শিবির আয়োজন করে থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিও পালন করেন প্রথম বাহিনী।

ধর্মনগরে বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে এনএসএস-এর সাত দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন

ধর্মনগর, ৩ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরস্থিত বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর সাত দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের শুভ সূচনা করেন ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রঞ্জু শর্মা, স্পোর্টস অফিসার অনুপমা দে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা পুষ্পস্তবক দিয়ে অতিথিদের আন্তরিকভাবে বরণ করে নেয়।

সাত দিনব্যাপী এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে রক্তদান সচেতনতা, বৃক্ষরোপণ, যোগব্যায়াম, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নেশামুক্ত ভারত গঠন এবং জাতীয় সেবা প্রকল্পের আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে আলোচনা-সহ একাধিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট বক্তারা উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্ব, নেতৃত্বের গুণাবলি ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রঞ্জু শর্মা শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের দায়িত্বশীল ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নয়, নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ অর্জনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী বলেন, সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে জীবনে কাজে লাগিয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং ত্রিপুরা ও দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় নয়, নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধেও সমৃদ্ধ হতে হবে। জাতীয় সম্পদ রক্ষা, সমাজ গঠন, পরিবার ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দেশের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তোলার ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এই উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাত দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবির শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতা, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা।

আগরতলা টাউন হলের সামনে বসবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তি, সিভিল হাসপাতালের নামকরণও তাঁর নামে

আগরতলা, ৩ জুলাই: পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগরতলা পুর নিগমের মাসিক কাউন্সিল বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগরতলার টাউন হলের সামনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জের তৈরি একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হবে।

এছাড়াও জ্যাকসন গেট এলাকায় অবস্থিত পুর নিগম পরিচালিত সিভিল হাসপাতালটির নাম পরিবর্তন করে 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সিভিল হাসপাতাল' রাখা হবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বৈঠক শেষে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের জানান, কাউন্সিল বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতি মাসেই পুর নিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এদিনের বৈঠকে মেয়র দীপক মজুমদার ছাড়াও ডেপুটি মেয়র, পুর নিগমের অন্যান্য কাউন্সিলর এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য

● আটের পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট, অর্ডিন্যান্স এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশের অনুলিপি ড. দেবব্রত দাস, অসম সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, রাষ্ট্রপতি ভবন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ (এআইইউ) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এই নিয়োগের মাধ্যমে ত্রিপুরার একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের সূচনা হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পানীয় জল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

● আটের পাতার পর

সামগ্রী ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত তদারকির অভাবের কারণে সাধারণ মানুষ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

কংগ্রেসের অভিযোগ, পানীয় জল পরিশোধনের জন্য ব্যবহৃত ফিটকিরির মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। নিম্নমানের ফিটকিরি ব্যবহারের ফলে জল দূষণের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে এবং এর সঙ্গে দুর্নীতির যোগসাজশ রয়েছে বলেও স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জলবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি, পাইপলাইনের ত্রুটি এবং অপরিশোধিত জল সরবরাহের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে কংগ্রেস অবিলম্বে ফিটকিরির গুণগত মান নির্ধারণে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রাজ্যজুড়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অঙ্গন

টিসিএ-র উদ্যোগে ট্রেনারদের কর্মশালা আবেদনের শেষ তারিখ ১০ জুলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)-এর উদ্যোগে ট্রেনারদের জন্য একটি বিশেষ কর্মশালার (ওয়ার্কশপ) আয়োজন করা হতে চলেছে। বিসিসিআই সিওই প্যানেলের স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই কর্মশালায় অংশ নিতে আগ্রহী নতুন পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে সাদা কাগজে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আবেদনপত্রটি টিসিএ-এর মাননীয় সম্পাদকের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে আগামী ১০ জুলাই তারিখের মধ্যে (অফিস চলাকালীন সময়ে, রবিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) টিসিএ কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে।এই কর্মশালায় আবেদনের জন্য প্রার্থীদের বয়স ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক (১২) পাস এবং ইংরেজিতে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়া, আবেদনকারীকে অবশ্যই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং বিসিসিআই-এর যে-কোনও ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মূল একাদশে অন্তত একটি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা (বর্তমান বা প্রাক্তন খেলোয়াড়) থাকতে হবে। তবে বর্তমানে টিসিএ বা অন্য কোনো মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ট্রেনার হিসেবে যুক্ত বা টিসিএ-র অধীনে কর্মরত কোনও ব্যক্তি এই কর্মশালায় অংশ নিতে পারবেন না।আবেদনপত্রের সাথে একটি স্ব-প্রত্যয়িত সরকারি ফটো আইডি কার্ড, একটি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট (পিআরটিসি) জমা দিতে হবে। কর্মশালা চলাকালীন বয়স এবং ঠিকানার আসল নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য সঙ্গে আনতে হবে। টিসিএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, নির্বাচিত প্রার্থীদের আবাসন (সদর এলাকার বাইরের প্রার্থীদের জন্য), সম্পূর্ণ খাবার এবং কর্মশালার পাঠ্যসামগ্রীর যৌক্তিক খরচ অ্যাসোসিয়েশন বহন করবে। তবে এই কর্মশালায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো টিএ বা ডিএ প্রদান করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন টিসিএ সচিব সুব্রত দে।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে বিলোনিয়াকে হারিয়ে জয় অব্যাহত উদয়পুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো শক্তিশালী উদয়পুর মহকুমা। শুক্রবার বিলোনিয়া মহকুমাকে পরাজিত করে জয়ের হ্যাটট্রিক করলো উদয়পুর মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। আমতলী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে উদয়পুর মহকুমা ভি জে ডি মেথডে ১৯ রানে পরাজিত করে বিলোনিয়া মহকুমাকে। বিজয়ী দলের শ্রীমন দেবনাথ এবং সোমদেব শীল দ্বাপর দেখিয়েছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উদয়পুর মহকুমা ৪২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৭ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেয় ওপেনার শ্রীমন দেবনাথ। ১০৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে শ্রীমন করে ৭৭ রান। এছাড়া দলের পক্ষে স্নেহাশীষ দত্ত ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, জ্যোতিরদীত্য মজুমদার ৪৭ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, শাহীন হোসেন পোদ্দার ৩৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং দেবজিত সরকার ৮ বল খেলে,২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে মৈনাক সরকার ২৯ রানে, পূর্ণ মুন্ডা ৩৩ রানে, অনুপম চৌধুরী ৪৪ রানে এবং দীপ্তনু পাল ৪৭ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে বিলোনিয়া মহকুমা। খেলার মাঝপথে আচমকা বৃষ্ট নামে। তখন বিলোনিয়া মহকুমার সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৩১ ওভারে ১৬৫ রান। এই রানকে তারা করতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ১৪৫ রান করে। দলের পক্ষে শান্তনু মজুমদার ৩৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ এবং মৈনাক সরকার ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। উদয়পুর মহকুমার পক্ষে সোমদেব শীল ১৯ রানে ৪ টি এবং সুরজিৎ দেবনাথ ২৮ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

জিরানিয়াকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত সদর এ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।।জয়ের হ্যাটট্রিক করলো সদর " এ "। রাজ্যের উদীয়মান উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান সায়ন্তন করের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে রাখা হয়েছিল ওই ক্রিকেটারটি। শুক্রবার তৃতীয় ম্যাচে দলে ফিরতেই নিজের জাত চেনালো সায়ন্তন। ডান হাতি ওই ব্যাটসম্যানের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে টানা তিন ম্যাচে জয় পেলো সদর " এ "। কার্যত পৌঁছে গেলো পরের রাউন্ড। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর " এ " ৬ উইকেটে পরাজিত করে জিরানিয়া মহকুমাকে। বিজয়ী দলের সায়ন্তন ৫২ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এই দিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে শুরু থেকেই সদর " এ " - র বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণে কোনঠাসা হয়ে পড়ে জিরানিয়া মহকুমা। দল মাত্র ১০৯ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে ওপেনার শুভজিৎ দাস ৫০ বল খেলে ২টি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫, শুভ্রনীল সাহা ৬৬ বল খেলে ১৫ এবং মোঃ রিজওয়ান ৬০ বল খেলে ১৪ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। সদর "এ " - র পক্ষে দ্বিগবিজয় মজুমদার ২৮ রানে ৩টি, দেবরাজ মজুমদার ১১ রানে ২টি এবং কৃশ ভৌমিক ১৬ রানে ২টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর " এ " - র শুরুটা ভালো না হলেও দলকে টেনে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় লড়াকু ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিত সায়ন্তন। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে শেষ পর্যন্ত দলকে জয় এনে দেয়। সদর " এ " ২১.১ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সায়ন্তন ৫৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে ওপেনার নিলেস সূত্রধর ৩১ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। জিরানিয়া মহকুমার পক্ষে শুভজিৎ দাস ২৫ রানে ২টি উইকেট দখল করে।

শেষ ১৬-য় স্পেন, নিজেদের ভুলে ডুবল অস্ট্রিয়া

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এত সহজ হবে ম্যাচটা, এটা হয়তো ভাবতেও পারেননি স্পেনের ফুটবলারেরা। বৃহস্পতিবার শেষ ৩২-এর ম্যাচে অস্ট্রিয়া লড়াই করল বটে। তবে স্পেনের মতো দলকে আটকানোর জন্য তা কখনওই যথেষ্ট ছিল না। অস্ট্রিয়া ভুলও করেছে অনেক। নিজেদের দোষেই বিদায় নিতে হচ্ছে তাদের। স্পেন জিতল ৩-০ গোলে। জোড়া গোল মিকেল ওয়ারজাবালের। একটি গোল পেদ্রো পোরোর।

গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া যথেষ্ট লড়াই করেছিল। তবে আলজেরিয়ার মতো দলের কাছে তিন গোল হজমও করেছিল। ফলে তাদের রক্ষণ ভাঙা যে খুব একটা কঠিন হবে না, এটা স্পেন জানতাই। তারা একটু চাপ দিতেই ভেঙে পড়েছে অস্ট্রিয়ার রক্ষণ। ভাগ্য সহায় হলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অন্তত পাঁচ গোলে জেতার কথা স্পেনের। বাধা হয়ে দাঁড়ালেন গোলকিপার আলেকজান্ডার শ্লাগার। তিনি অন্তত তিনটি নিশ্চিত গোল না বাঁচালে ম্যাচ অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এখনই বলা মুশকিল। তবে যে গতিতে স্পেন এগোচ্ছে তাতে ট্রফির দৌড়ে যে তারা ভাল ভাবে রয়েছে তা বলাই যায়। সব ঠিক থাকলে স্পেন সেমিফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে। দুই দেশই বিশ্বকাপ জেতার ব্যাপারে হট ফেভারিট। ফলে ফাইনালের আগেই ফাইনাল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই স্পেনকে আটকানোর সাধ্য খুব কম দেশের মধ্যেই রয়েছে। বলের নিয়ন্ত্রণ, কৌশল, ব্যক্তিগত দক্ষতা সব বিভাগেই স্পেন বাকি দলগুলিকে টেক্কা দিতে পারে।

অস্ট্রিয়া যে রক্ষণ জমাট রেখে এগোবে, এ কথা জানতেন স্পেনের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। তাই তিনি মাঝখান দিয়ে আক্রমণ করার বদলে, দুই উইং দিয়ে আক্রমণ চালাতে চেয়েছিলেন। উইং এমনিতে স্পেনের খুব শক্তির জায়গা নয়। তবে এ দিন সাফল্য মিলল। বাঁ দিকে আলেক্স বায়েনা এবং মার্ক কুকুরেয়ার জুটি তো ছিলই। ডান দিক থেকে ক্রমাগত অস্ট্রিয়া রক্ষণকে ব্যস্ত রাখলেন লেমিনে ইয়ামাল। দুই প্রান্ত থেকে একটানা আক্রমণ সামাল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অস্ট্রিয়া। এক সময় তা ভেঙে পড়ে। বলের নিয়ন্ত্রণ থেকে শট, সব বিভাগেই স্পেন অনেকটা এগিয়েছিল ম্যাচে।

স্পেনের আক্রমণ সামলানো সহজ হবে না, এটা অস্ট্রিয়া জানতই। তার পরেও রক্ষণে বার বার ফাটল ধরা পড়ল। অস্ট্রিয়া বেশি মনোযোগ দিয়েছিল ইয়ামালকে আটকানোয়। ডান প্রান্ত থেকে বায়েনা এবং কুকুরেয়া যে ও ভাবে ধেয়ে আসবেন সেটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। কুকুরেয়ার একটি গোলও বাতিল করা হল। ইয়ামালকে আটকাতে গিয়ে ফাঁকা রেখে দেওয়া হল ওয়ারজাবালকে। স্পেনের স্ট্রাইকার দু'টি গোলই করলেন অস্ট্রিয়ার রক্ষণের বোঝাপড়ার ভুলে। শেষের দিকে তো এক সতীর্থকে কড়া ধমকও দিলেন অধিনায়ক ডেভিড আলাবা। তত ক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এ দিন শুধু তিনি গোলটাই করেননি। বাকি সব কাজ করেছেন। গোলটাও হয়ে যেত অস্ট্রিয়ার গোলকিপার শ্লাগার দু'টি দুর্দান্ত সেভ না করলে। এ দিন নিজেকে শুধু ডান প্রান্তে সীমাবদ্ধ রাখেননি ইয়ামাল। তিনি ফ্রি ফ্লোইং ফুটবল খেলেছেন। অর্থাৎ মাঠের চারদিক জুড়ে খেলতে দেখা গিয়েছে। কখনও ডান দিকে, কখনও বাঁ দিকে, কখনও মাঝে বিপক্ষের রক্ষণের নজর এড়ানোর জন্য সব ধরনের রাস্তা খুঁজে বার করেছেন তিনি।

লিয়োনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে এবং আর্লিং হালান্ডের মতো সোনার বুটের দৌড়ে ঢুকে পড়লেন তিনিও। এই স্পেন দলে তারকার এতটাই ছড়াছড়ি যে ওয়ারজাবালের মতো ফুটবলারেরা ঢাকাই পড়ে যান। রিয়াল সোসিয়েদাদে খেলা ফুটবলারকে নিয়ে খুব বেশি চর্চাও হয় না। কিন্তু নিজের কাজটা ঠিক করে যান। কোচ ফুয়েন্তে সেটা জানেনও। তাই মিকেল মেরিনোর বদলে প্রথম একাদশে সুযোগ পান ওয়ারজাবাল। অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকার। কোথায় কোন সময় থাকতে হবে সেটা বুঝতে পারেন খুব ভাল ভাবে।মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে আলজেরিয়ার বক্সে ঢুকে যান মানজাম্বি। পোস্টের বাঁ দিকে প্রায় গোল লাইন থেকে ক্রশ করেন। তাতেই পরাস্ত হন আলজেরিয়ার গোলরক্ষক লুকা জিদান। ফাঁকায় বল পেয়ে গোল করেন এমবোলো।

পিছিয়ে পড়ার পরেও আলজেরিয়া অবশ্য রক্ষণাত্মক হয়ে যায়নি। সাহসী ফুটবল খেলেছে। সুইৎজারল্যান্ডের বক্সে বার বার হানা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে ফাইনাল থার্ডে গিয়ে আটকে গিয়েছেন আলজেরিয়ার স্ট্রাইকারেরা।এগিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে দাপট বাড়াতে শুরু করে সুইৎজারল্যান্ড। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষাট করেন সুইস ফুটবলারেরা। ২৪ মিনিটে অল্পের জন্য বাইরে চলে যায় রিকার্ডো রদ্রিগেজের শট। ৩১ মিনিটে আলজেরিয়ার বক্সে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেন রুবেন ভার্গাস। সুইৎজারল্যান্ড দাপট বাড়ালেও প্রথমার্ধে আর গোল করতে পারেনি। চাপের মুখে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে আলজেরিয়াও। ৪৪ মিনিটে সমতা ফেরানোর সহজ সুযোগ নষ্ট করেন রিয়াদ মাহরেজ। সুইৎজারল্যান্ডের গোলরক্ষক পোস্টের ডান দিক ঘেঁসে ছিলেন। বাঁ দিকে অনেকটা জায়গা অরক্ষিত ছিল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ডান দিকেই শট মারেন মাহরেজ। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ও গোলের সুযোগ নষ্ট করে আলজেরিয়া।

প্লেট গ্রুপ রাজ্য ক্রিকেটে সাব্রুমকে হারিয়ে জয়ী খোয়াই, সেরা নিশিকান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য মিট (প্লেট) ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে আজ খোয়াই দুর্দান্ত জয় জয়লাভ করেছে। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া নির্ধারিত ৫০ ওভারের এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৪৯ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬২ রানের একটি লড়াকু স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ অবদান রাখেন অজয় দাস, যিনি ৭৮টি বল খেলে ৩টি চারের সাহায্যে ৩৮ রান করেন। এছাড়া প্রসেনজিৎ রুদ্রপাল ৩৬ বলে ৫টি চারের সাহায্যে ৩০ রানের একটি কার্যকরী ইনিংস খেলেন। সাব্রুমের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল বোলিং করেন নয়নমণি দাস; তিনি ১০ ওভার বল করে ২৯ রান খরচায় একাই তুলে নেন ৫টি উইকেট।১৬৩ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে খোয়াইয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিং আক্রমণের মুখে পড়ে ৩৪.২ ওভারে ১১৫ রানেই গুটিয়ে যায় সাব্রুমের ইনিংস। ফলে ৪৭ রানের ব্যবধানে সহজ জয় তুলে নেয় খোয়াই দল। সাব্রুমের পক্ষে ব্যাট হাতে নয়নমণি দাস ৫১ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ৩১ রান করে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও তা দলের জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। খোয়াইয়ের বোলারদের মধ্যে নিশিকান্ত দেবনাথ ১০ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ২৭ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া অর্ঘ্যদ্যুতি দেব ৭ ওভারে ২১ রান খরচ করে নেন ৩টি উইকেট। বল হাতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে খোয়াইয়ের জয়ে মুখ্য ভূমিকা রাখার জন্য নিশিকান্ত দেবনাথকে ম্যাচ সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত করা হয়।

যশ, আন্সদের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে আমবাসাকে হারালো সদর-বি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।।দুরন্ত যশ দেববর্মা এবং আন্স ভাটনগর। দুজনের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে সহজ জয় পেলো সদর " বি"। প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের পর টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ালো সদর " বি"। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। শুক্রবার শহীদ কাজল ময়দানে সদর " বি" অনেকটা অনায়াসেই পরাজিত করে আমবাসা মহকুমাকে। সদর " বি" জয়লাভ করে ৬ উইকেটে। বিজয়ী দলের দুই ওপেনার যশ দেববর্মা এবং আনস ভাটনাগর অর্ধশত রান করেছে।সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে আমবাসা মহকুমা মাত্র ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে ওপেনার শুভ দাস ৯৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, সায়ন গোস্বামী ৩০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, সুয়েলজিত চৌধুরী ৫০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং সাওয়ান মগ ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। সদর " বি" -র পক্ষে চন্দ্রশান্ত গোস্বামী ২৫ রানে ৩টি এবং আনস ভাটনগর ৩৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর " বি"- র শুরুটা দুর্দান্ত করে যশ দেববর্মা এবং আনস ভাটনগর। ওপেনিং জুটিতে দুজন যোগ করে ১২৬ রান। যশ ৫১ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮ রানে এবং আনস ৭১ বল খেলে ৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করে। শেষ পর্যন্ত ২৩.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সদর " বি"। এছাড়া শ্রেষ্ঠাংশু দেব ৮ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রানে অপরাজিত থেকে যায়। আমবাসা মহাকুমার পক্ষে রাজেশ দাস ৩৬ রানে ৩টি উইকেট দখল করে।

শুভমের বোলিং তাণ্ডবে শান্তিরবাজারকে গুঁড়িয়ে সহজ জয় তেলিয়ামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য দলগত (এলিট) ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই বোলারদের চরম দাপট দেখা গেল। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের এই প্রথম ম্যাচটি ওভার কমিয়ে ৫০ থেকে ৪০ ওভারের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হতে পুরো ওভারের প্রয়োজনই পড়েনি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তেলিয়ামুড়ার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে মাত্র ১৬ রানেই গুটিয়ে যায় শান্তিরবাজারের ইনিংস। ১২.২ ওভারে মাত্র ১৬ রান তুলতেই সবকটি উইকেট হারায় তারা। তেলিয়ামুড়ার হয়ে বল হাতে রীতিমতো আগুন ঝরান শুভম ঘোষ। তিনি মাত্র ৬ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ৪ রান খরচ করে একাই তুলে নেন ৬টি উইকেট। এছাড়া পৃথ্বীরাজ গোপ ৪ রানে ২টি এবং পামীর দেবনাথ ৫ রানে ১টি উইকেট নেন। মাত্র ১৭ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ২টি উইকেট হারালেও কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিতে কোনো বেগ পেতে হয়নি তেলিয়ামুড়াকে। ৫.৩ ওভারেই ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৯ রান তুলে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় তারা। দলের পক্ষে ব্যাটার দুর্লভ রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ম্যাচজুড়ে অসাধারণ ও বিধ্বংসী বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য তেলিয়ামুড়ার শুভম ঘোষকে ম্যাচ সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত করা হয়। এই দাপুটে জয়ের হাত ধরে টুর্নামেন্টে দারুণভাবে নিজেদের অভিযান শুরু করলো তেলিয়ামুড়া।

কৈলাসহরকে হারিয়ে প্রথম জয় ধর্মনগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। রাজ্য ক্রিকেটে প্রথম জয় পেলো ধর্মনগর মহকুমা। তিন ম্যাচ খেলে। শুক্রবার ধর্মনগর মহকুমা ৭ রানে পরাজিত করে কৈলাসহর মহকুমাকে।সৌভিক দাসের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। নীপকো মাঠে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ধর্মনগর মহকুমা ২০৯ ট্রাম করে। দলের পক্ষে সৌভিক দাস ১০০ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৩, ওপেনার হৃত দাস ৫৯ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ এবং বিহান দাস ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৩ রান। কৈলাসহর মহকুমার পক্ষে হরষিত পাল ২৪ রানে ৪ টি এবং তুষার মালাকার ৩৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে কৈলাসহর মহকুমা ২০২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কাশিশ ধর ৩৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, সুহান মিয়া সূর্য ৩৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, দেবরাজ চক্রবর্তী ৪৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, তুষার মালাকার ৫৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং কিষান দাস ২৮ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান রুন করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে দিব্যরূপ দেবনাথ ৪৩ রানে এবং অংশুমান সরকার ৫৩ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করে।

বিশ্বকাপের শেষ ১৬-য় পর্তুগাল, নাটকীয় ম্যাচে মদ্রিচের ক্রোয়েশিয়াকে হারালেন রোনাল্ডোরা, মন ভরল না দুই তারকার খেলায়

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো না লুকা মদ্রিচ? ফুটবলজীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া দুই তারকা ফুটবলারের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। শুক্রবার সকালে ২-১ ব্যবধানে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল পর্তুগাল। মদ্রিচের দলকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসলেন রোনাল্ডো। অফসাইডের জন্য বাতিল হল দু'দলের তিনটি গোল।সাফল্যের খতিয়ানে রোনাল্ডো এবং মদ্রিচ পরস্পরকে টেক্কা দিতে পারেন। ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে খেলেছেন দু'জন। দুই প্রাক্তন সতীর্থের কাঁধেই গুরু দায়িত্ব ছিল। একসঙ্গে ২২২টি ম্যাচে খেলেছেন দু'জন। মাঝমাঠ থেকে মদ্রিচের দেওয়া পাস থেকে রোনাল্ডোর বেশ কিছু গোল রয়েছে রিয়ালের হয়ে। বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে অবশ্য সেই বোঝাপড়া দেখার সুযোগ ছিল না। এই ম্যাচ ছিল মুখোমুখি বোঝাপড়ার। সেই লড়াইয়ে প্রথমার্ধে কেউই দলকে সাফল্য এনে দিতে পারেননি।

২০২৫ সালের ৩ জুলাই গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন রোনাল্ডোর জাতীয় দলের সতীর্থ দিয়েগো জোতা। তাঁকে একটা জয় উপহার দিতে চেয়েছিলেন পর্তুগালের ফুটবলারেরা। সেই লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেন তাঁরা। প্রেসিং ফুটবলে ক্রোয়েশিয়াকে চাপে রাখছিল রবার্তো মার্তিনেজের দল। ৪ মিনিটের মাথাতেই ভাল সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল পর্তুগাল। রাফায়েল লিয়াওর তৈরি করা আক্রমণ কাজে লাগিয়ে গোল লক্ষ্য করে দু'টি শট নেন ব্রুনো ফের্নান্দেস। দু'টিই আটকে দেন ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক ডমিনিক লিভাকোভিচ। প্রথমার্ধে গোল করতে পারেনি কোনও দলই। ৪ মিনিটে পর্তুগালের ওই সুযোগ ছাড়া তেমন সুযোগও তৈরি হয়নি। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে আটকে গিয়েছে দু'দলই। রোনাল্ডো এবং মদ্রিচকেও নিষ্প্রভ দেখিয়েছে। দুই প্রাক্তন সতীর্থের কেউই এমন কিছু করতে পারেননি, যা সমর্থকদের ভরসা দিতে পারে।দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় ক্রোয়েশিয়া। ৪৮ মিনিটে মাতেয়ো কোভাচিচের শট পর্তুগালের এক ডিফেন্ডারের গায়ে গেলে অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ম্যাচে নাটকীয় দ্বিতীয়ার্ধ ফলাফল নির্ধারণ করে দিল। ৫৩ মিনিটে ইভান পেসিরিচের গোলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। ইয়োসিপ স্তানিশিচের কাছ থেকে বক্সের মধ্যে বল পান পেরিচিস। বাঁ পায়ের শটে দলকে এগিয়ে দেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার। পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে পর্তুগাল। চাপ বাড়তে শুরু করে ক্রোয়েশিয়ার ডিফেন্সে। ৫৮ মিনিটে লিয়াওয়ের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ঠিক ২ মিনিট পরেই রোনাল্ডো ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষককে প্রায় একা পেয়ে গোল করেন। কিন্তু অফসাইডের জন্য বাতিল হয়ে যায় তাঁর গোল। প্রতিপক্ষ দলের ডিফেন্ডারের থেকে রোনাল্ডোর পা পিছিয়ে থাকলেও তাঁর শরীরের উপরের অংশ বেরিয়ে ছিল।গোল বাতিল হলেও পর্তুগালকে আটকে রাখা যায়নি বেশিক্ষণ। রোনাল্ডোদের একের পর এক আক্রমণ চাপে ফেলে দেয় ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণকে। ৬৮ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার এক ডিফেন্ডার বক্সের মধ্যে ফাউল করেন রেনাতো ভেগাকে। পেনাল্টি পায় পর্তুগাল। গোল করতে ভুল করেননি সিআর সেভেন। দলকে সমতায় ফেরালেও রোনাল্ডোর খেলার মধ্যে এ দিন পরিচিত ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৮১ মিনিটে তাঁকে তুলে নিয়ে রুবেন নেভেসকে নামান পর্তুগিজ কোচ। তবে এর আগেই এগিয়ে যাওয়া সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। ৭৫ মিনিটে মাতেয়ো কোভাচিচ প্রায় মাঝমাঠ থেকে একক প্রচেষ্টা বল নিয়ে ঢুকে যান পর্তুগালের বক্সে। তাঁর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ৮৫ মিনিটে আবার এগিয়ে যেতে পারত ক্রোয়েশিয়া। সুচিচের গোল বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের জন্য। এ ক্ষেত্রেও তাঁর শরীরের উপরের অংশ প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের থেকে সামান্য এগিয়ে ছিল।যখন মনে হচ্ছে, খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে তখনই পর্তুগালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন গন্সালো রামোস। সংযুক্ত সময়ে লিয়াওয়ের কাছ থেকে বক্সের মধ্যে বল পান। প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে ঘাড়ে নিয়েই গোল করেন রামোস। এই গোলের পর সকলেই প্রায় ধরে নিয়েছিলেন ক্রোয়েশিয়ার আর কোনও সুযোগ নেই।

ব্রাজিলকে হুঁশিয়ারি নরওয়ে কোচের

বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে নরওয়ে। তাঁর আগে ভিনিসিয়াসদের কোচকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন নরওয়ের কোচ স্টেল সলবাকেন। তৈরি থাকতে বললেন কার্লো আনচেলোত্তিকে। তবে এই ম্যাচের আগে আমেরিকার গরম ভাবাচ্ছে আর্লিং হালান্ডদের।আইভরি কোস্টকে হারানোর পর নরওয়ের সাজঘরে ভাষণ দিয়েছেন সলবাকেন। সেখানেই বলেছেন, "কার্লো আনচেলোত্তি। আমরা তোমার জন্য আসছি।" পরে তিনি বলেছেন, "ওকে রাগিয়ে দেওয়া ছাড়া যা করার দরকার সেটাই করব। ইউরোপীয় ফুটবলের সেরা কোচ ও। পেপ গুয়ার্দিয়োলা, হোসে মোরিনহো এবং আরও দু'-একজনের সঙ্গে এক সারিতে রাখা হয় ওকে।"

তিনি আরও বলেছেন, "ওর প্রতি প্রচণ্ড সমীহ রয়েছে আমার। কোপেনহেগেনে থাকার সময় কয়েক বার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। যখন আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসি বা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে খেলতাম তখন। দারুণ মানুষ। খুব মজা করতে পারে। আমাদের গোটা দেশ ওকে সমীহ করে। ব্রাজিলকেও সমীহ করি আমরা।"বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মরক্কোর কাছে আটকে গেলেও হাইতি এবং স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছে ব্রাজিল। শেষ ৩২-এ হারিয়েছে জাপানকে। তবে সলবাকেনের মতে, ব্রাজিলের বিরুদ্ধেই তাদের আসল পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। তিনি বলেছেন, "ব্রাজিল আস্তে আস্তে পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে উন্নতি করছে। সব বিভাগে শক্তিশালী ফুটবলার রয়েছে ওদের। তাই আমরা চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। ব্রাজিলই ফেভারিট হিসাবে নামবে। তবে আমরাও বিশ্বকাপ জেতার দৌড়ে রয়েছি।"ব্রাজিলের মুখোমুখি হওয়ার আগে নরওয়েকে ভাবাতে পারে ক্লান্তি। আইভরি কোস্ট ম্যাচের পর হালান্ড নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তিনি কোনও মতেই চাইছিলেন না ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে যাক। এই ক্লান্তিই নরওয়ের চিন্তা হতে পারে।আমিরশাহির ক্লাব আল নাসেরের (সৌদি আরবের নয়) ক্রীড়াচিকিৎসক ডম রে বলেছেন, "গোটা প্রতিযোগিতায়, বা গত দু'-তিনটে মরসুমে যে চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা কি এত সহজে চলে যায়? দলের প্রধান ফুটবলারেরা অনেক ম্যাচ খেলেছে। প্রত্যেকেই প্রচণ্ড ক্লান্ত।

রবি মরশুমের ধান ক্রয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্বের বার্তা

আগরতলা, ৩ জুলাই: রবি মরশুমের ধান ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করলেন রাজ্যের খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

শুক্রবার সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৈঠকে খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকদের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান, মহকুমা শাসক (এসডিএম), ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নির্দেশ দেন, ধান ক্রয় প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং কৃষকদের কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি এমএসপি-র আওতায়

ধান সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, "রাজ্য সরকার কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা নিশ্চিত করব, চলতি রবি মরশুমে ধান ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং কৃষকরা যেন কোনও বাধা ছাড়াই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুবিধা পান।"

তিনি আরও বলেন, কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

বৈঠকে তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধান সংগ্রহ সম্পন্ন হয় এবং এমএসপি প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকদের আয় সুরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যে কৃষি উৎপাদন আরও উৎসাহিত হয়।

সাব্রুমে গড়ে উঠছে আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র

আগরতলা, ৩ জুলাই: ত্রিপুরায় ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুমে অবস্থিত সমন্বিত আয়ুষ হাসপাতাল চত্বরে একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন নিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলার গুর্খাবস্তিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিদপ্তরের অধীন ব্রাঞ্চ অফিসার (আয়ুর্বেদ) দপ্তরে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ব্রাঞ্চ অফিসার (আয়ুর্বেদ) ডা. গৌরীশঙ্কর ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য এবং আমন্ত্রিত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে প্রস্তাবিত উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন কারিগরি, প্রশাসনিক ও নীতিগত দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়।

সরকারি সূত্রের মতে, এই আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হলে রাজ্যে মানসম্পন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ উৎপাদনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বাইরের রাজ্যের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং ভেষজ চিকিৎসায় আত্মনির্ভরতার পথে আরও এক ধাপ এগোবে ত্রিপুরা। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ঔষধি গাছের চাষে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং রাজ্যের আয়ুষ খাতের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, পশ্চিম খিলপাড়ায় বেহাল রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু

আগরতলা, ৩ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা পশ্চিম খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার রাস্তার সংস্কার কাজ অবশেষে শুরু হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়া এই রাস্তায় বিশেষ করে বর্ষাকালে চরম দুর্ভোগে পড়তে হতো স্থানীয় বাসিন্দাদের। কাদা ও নর্দমার জল মাড়িয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে বাধ্য হতেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ও একাধিক অনুরোধের পর পশ্চিম খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিমন মিয়া মিদ্ধা এবং এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু করে।

রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিমন মিয়া মিদ্ধা এবং বিধায়ক প্রণজিৎ সিংহ রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলে দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটবে এবং এলাকাবাসীর যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ হবে।

ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও এনএইচএম কর্মসূচির অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্মসচিব মীরা শ্রীবাস্তব

আগরতলা, ৩ জুলাই: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম)-এর বিভিন্ন কর্মসূচি, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকাকরণ এবং রোগ নজরদারি ব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সফরে আসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব মীরা শ্রীবাস্তব। সফরকালে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পরিষেবার মান ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন সরেজমিনে পর্যালোচনা করেন।

সফরের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাজ্য ও জেলা স্তরের আধিকারিকরা। হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা এবং বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এর আগে, সিপাহিজলা জেলার কাথালিয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের অধীন বাসপুকুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির পরিদর্শন করেন মীরা শ্রীবাস্তব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এনএইচএম ত্রিপুরার যুগ্ম মিশন ডিরেক্টর ডা. জুবিলি দেববর্মা, আইডিএসপি স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. অন্তরা বণিক, আরসিএইচ -এর স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডা. ইশিতা গুহ, ইউএনডিপি-র স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার গৌরী শঙ্কর পতি এবং ইউসিপিআর মৌমিতা গোপ।

পরিদর্শনকারী দলকে স্বাগত জানান সিপাহিজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক। সফরকালে যুগ্মসচিব আশাকর্মী, সামনের সারির স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা নেন।

আলোচনায় নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচি, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ ও কিশোরী গর্ভধারণ প্রতিরোধ, এবং বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

এছাড়াও হাম রোগের নজরদারি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক রোগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেন তিনি। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের প্রশংসা করে মীরা শ্রীবাস্তব রোগ নজরদারি, জনসংযোগমূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার পাশাপাশি এনএইচএম-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে সময়মতো তথ্য প্রদান এবং নির্ভুল তথ্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এই সফর জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলির মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

২২ থেকে ২৮ জুলাই খার্চি উৎসব ও মেলা আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী খার্চি পুজা, উৎসব ও মেলাকে আরও আকর্ষনীয় এবং সার্বজনীন রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ বছরও এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে সাফল্যের সঙ্গে উদযাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। আগামী ২২ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী খার্চি পূজা, উৎসব ও মেলা পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

আজ খয়েরপুরের গীতবিতান কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত খার্চি পূজা, উৎসব ও মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত দ্বিতীয় প্রস্তুতি সভার সভাপতি রতন চক্রবর্তী বলেন, এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই মেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ থিম গ্রহণ করা হয়। এবছরের থিম হলো- "এক পেড় মা কে নাম" অর্থাৎ মায়ের নামে একটি গাছ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মেলা চলাকালীন প্রতিদিন দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণ করা হবে, যা পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিধায়ক আরও জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধু-সন্তদের জন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি উৎসবকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরি কমিটি এবং বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় প্রতিটি উপ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রস্তুতি সভায় আলোচনা করেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। তিনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে উৎসবের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও জনসেবামূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, ভাইস চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও রতন নম:, সমাজসেবী রাজেশ ভৌমিক সহ তথ্য ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, আরক্ষা, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, পূর্ত, বিদ্যুৎ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

ত্রিপুরার কন্যা মনশ্রীর চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন সমাজসেবী হুসেন মনসুরি

আগরতলা, ৩ জুলাই: স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি নামক বিরল রোগে আক্রান্ত ত্রিপুরার ছোট্ট শিশু মনশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে। ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে একের পর এক ব্যক্তি ও সংগঠন এগিয়ে আসছেন।

সম্প্রতি বিশিষ্ট সমাজসেবী হুসেন মনসুরি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মনশ্রীর অসুস্থতার কথা তুলে ধরে একটি পোস্ট করেন। সেখানে মনশ্রীর শারীরিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণের পাশাপাশি অনুদান পাঠানোর জন্য একটি কিউআর (ক্রুট) কোডও শেয়ার করা হয়। পোস্টের মাধ্যমে তিনি সকলের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানশ্রীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে ত্রিপুরা বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে মনশ্রীর পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন।

এর আগে, ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা আগরতলার হাপানিয়ায় মনশ্রীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য গণ-অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য সহায়তার আবেদন যত ছড়িয়ে পড়ছে, ততই সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের সাড়া মিলছে। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় মনশ্রী দ্রুত জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পাবেএমন আশাই করছেন তাঁর পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা।

মলয়নগর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ট্রান্সফরমারে আগুন, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়াল দমকল

আগরতলা, ৩ জুলাই: আগরতলার মলয়নগর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় একটি বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে হঠাৎ আগুন লেগে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ট্রান্সফরমার থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গেই তারা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় এবং আশপাশের একাধিক বাড়িঘর অল্পের জন্য রক্ষা পায়। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, আগুন লাগার পর যোগেন্দ্রনগর বিদ্যুৎ দপ্তরে একাধিকবার ফোন করা হলেও দীর্ঘ সময় কোনও কর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি। দমকল বাহিনী আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর অনেকটা দেরিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন বলে দাবি স্থানীয়দের। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. দেবব্রত দাস

আগরতলা, ৩ জুলাই: ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে ড. দেবব্রত দাসকে নিয়োগ করেছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে ২ জুলাই জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে অসম সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ড. দেবব্রত দাস ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তিনি দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য অথবা ৭০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হবে, উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন।

ভারত সরকারের উপ-সচিব শ্রেয়া ভরদ্বাজ স্বাক্ষরিত এক সরকারি চিঠির মাধ্যমে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে এই নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, উপাচার্য হিসেবে ড. দাসের চাকরির শর্তাবলি ত্রিপুরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর জেলার বিভিন্ন থানা পরিদর্শনে নর্দান রেঞ্জের ডিআইজি, মাদকবিরোধী অভিযানে আরও জোর দেওয়ার নির্দেশ

আগরতলা, ৩ জুলাই: মাদকবিরোধী অভিযানকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন থানা পরিদর্শন করলেন নর্দান রেঞ্জের ডিআইজি রথী রঞ্জন দেবনাথ। শুক্রবার তিনি উত্তর জেলার কদমতলা, চুরাইবাড়ি এবং পানিসাগর থানা পরিদর্শন করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও পুলিশি কার্যক্রমের সার্বিক খোঁজখবর নেন।

এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, সংশ্লিষ্ট মহকুমার পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) এবং জেলা পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডিআইজি রথী রঞ্জন দেবনাথ জানান, নর্দান রেঞ্জের অধীন উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি ও ধলাই জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও তদারকি করা তাঁর দায়িত্বের অংশ। সেই ধারাবাহিকতাতেই উত্তর জেলার বিভিন্ন থানায় এই পরিদর্শন করা হয়েছে।

তিনি জানান, পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল থানাগুলোতে চালু থাকা "বিট সিস্টেম" কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার, কনস্টেবল ও এসপিওরা নিয়মিত বিট পেট্রোলিং করছেন কি না এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, সে বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে ডিআইজি থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের দৈনন্দিন কাজের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার কথা শোনেন। পাশাপাশি দায়িত্ব পালনে আরও দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ডিআইজি রথী রঞ্জন দেবনাথ বলেন, মাদকবিরোধী অভিযানকে আরও জোরদার করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত ও কার্যকর পুলিশি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং পুলিশকে আরও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে পুলিশি ব্যবস্থার কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ইতিবাচক ফল মিলবে।

বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি, বাল্যবিবাহ ও মাদকবিরোধী বার্তা

আগরতলা, ৩ জুন: ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে আগরতলার বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহ, মাদকের আসক্তি ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের অধিকার সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মলয় ভৌমিক, কমিশনের সদস্য-সচিব মাধব পাল, সদস্য চামেলি সাহা, সদস্য মনিকা দেববর্মা, জুমা বিশ্বাসসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্য এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাল্যবিবাহের কুফল, মাদকের ভয়াবহ প্রভাব এবং শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের দায়িত্ব ও ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি যেকোনো ধরনের নির্যাতন বা অনৈতিক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে উৎসাহিত করা হয়।

এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় ও সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিশুদের নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

চরম বেহাল দশায় বামুটিয়া কালীবাজার, ক্ষোভে ফুঁসছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা

আগরতলা, ৩ জুলাই: মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার অন্যতম বৃহত্তম সরকারি বাজার কালীবাজার বর্তমানে চরম অব্যবস্থা ও অপরিচ্ছন্নতার শিকার। দীর্ঘদিন ধরে বাজারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের উদ্যোগ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। স্থানীয়দের দাবি, বামুটিয়া ব্লকের অধীন পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত এই বাজারটি শুধু ব্লকের নয়, গোটা মোহনপুর মহকুমায় সবজি বাজার হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত। প্রতিদিন কয়েক হাজার ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম হলেও বাজারের ন্যূনতম পরিকাঠামো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না।

অভিযোগ, বাজারে নির্মিত সুলভ শৌচালয়টি গত প্রায় দুই বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যত অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। চারপাশে আগাছা, নোংরা পরিবেশ ও দুর্গন্ধের কারণে সেটি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। সামান্য বৃষ্টিতেই বাজারে জল জমে যায়। মাছ ও মাংস বাজারের শেড-সহ বিভিন্ন এলাকায় ময়লার স্তুপ জমে থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতাদের চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, বাজার কমিটি একাধিকবার পুনর্গঠন হলেও নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা "স্বচ্ছ ভারত" অভিযানের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিষয়টি মহকুমা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এক মাছ ব্যবসায়ী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাজারের সার্বিক সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। তিনি বলেন, সুলভ শৌচালয়টি দ্রুত সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করে দিলে পরবর্তীতে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্যবসায়ীরাই নিতে প্রস্তুত।

এখন দেখার বিষয়, মহকুমা প্রশাসন, বামুটিয়া ব্লক এবং পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কবে এই গুরুত্বপূর্ণ বাজারের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এমজিএনরেগা প্রকল্প চালুর দাবি ও ভিবিজি প্রকল্প প্রত্যাহারের দাবিতে আগরতলায় ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের গণসমাবেশ

আগরতলা, ৩ জুলাই: এমজিএনরেগা প্রকল্প পুনরায় চালু, বকেয়া মজুরি পরিশোধ এবং ভিবিজি বাণিজ্যিক প্রকল্প প্রত্যাহারের দাবিতে আগরতলায় গণসমাবেশের আয়োজন করল ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পশ্চিম জেলা কমিটি। শুক্রবার রাজধানীর সিটি সেন্টার চত্বরে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক শ্যামল দে-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্যামল দে অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনরেগা) কার্যত বন্ধ থাকায় গ্রামীণ এলাকার শ্রমজীবী মানুষ চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। কাজের অভাবে বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি অবিলম্বে এমজিএনরেগা প্রকল্পে কাজ শুরু করার পাশাপাশি শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দ্রুত পরিশোধের দাবি জানান। একই সঙ্গে ভিবিজি বাণিজ্যিক প্রকল্প প্রত্যাহারের দাবিও তোলেন। সমাবেশ থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বেহাল বামুটিয়া কালীবাজার, নোংরা পরিবেশ ও অচল শৌচালয়ে ক্ষোভে ক্রেতা-বিক্রেতারা

আগরতলা, ৩ জুলাই: মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত কালীবাজারের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা। বামুটিয়া ব্লকের অন্যতম বৃহত্তম সরকারি বাজার হিসেবে পরিচিত এই বাজারটি শুধু স্থানীয় এলাকাতেই নয়, গোটা মহকুমা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সবজি বিপণনের জন্যও সুপরিচিত। প্রতিদিন কয়েক হাজার ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগম হলেও বাজারের পরিকাঠামো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সকলকে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সুবিধার জন্য নির্মিত সুলভ শৌচালয়টি গত প্রায় দুই বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। চারপাশে জঙ্গল ও দুর্গন্ধের কারণে সেটি ব্যবহার করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এছাড়া সামান্য বৃষ্টিতেই বাজারের বিভিন্ন অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মাছ ও মাংস বাজারের শেডসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাজারজুড়ে ময়লার স্তূপ থাকায় স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা।

অভিযোগ উঠেছে, সময়ে সময়ে বাজার কমিটির পুনর্গঠন হলেও বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না। পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত এই বাজারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে দাবি স্থানীয়দের।

এক মাছ ব্যবসায়ী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বাজারের অচল সুলভ শৌচালয়টি দ্রুত সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করা হোক। তিনি জানান, শৌচালয়টি চালু হলে পরবর্তীতে ব্যবসায়ীরাই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

স্থানীয়দের দাবি, বাজারের নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে মহকুমা প্রশাসন, বামুটিয়া ব্লক প্রশাসন ও পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। এখন দেখার বিষয়, দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কত দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বামুটিয়া কালীবাজারের দুরবস্থা কাটাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

পানীয় জল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, ডিডব্লিউএস দপ্তরে কংগ্রেসের স্মারকলিপি

আগরতলা, ৩ জুলাই: রাজ্যের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জল (ডিডব্লিউএস) দপ্তরের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

শুক্রবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবন থেকে দলের এক প্রতিনিধি দল ডিডব্লিউএস দপ্তরে গিয়ে এই স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, 'জল জীবন মিশন'সহ বিভিন্ন পানীয় জল প্রকল্পে দুর্নীতি, নিম্নমানের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas